প্রকৃতি-প্রেম।

অর্থাৎ

ঈশ্বর-প্রকৃতি এবং ঈশ্বর-প্রেমের বিশুদ্ধ
নর-লীলা-বর্ণিত কাব্য।

শ্রীদ্বারকানাথ রায়

প্রণীত।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা

সুচারু যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক
বাহির মৃজাপুর ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত।

১২৬৮।—১৮৬২

পরম-ক্ষেমাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ দত্ত

সদাশয় ছাত্রবরেষু।

প্রিয়তম!—তুমি বাল্যকালাবধি বিদ্যোৎসাহিতা ও কাব্য-প্রিয়তা-গুণে বিলক্ষণ বিভূষিত; তোমার চিত্তক্ষেত্র সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ কাব্যরসে অভিষিক্ত; এবং কবিতা-শক্তিও তোমার প্রতি বিলক্ষণ সুপ্রসন্ন। বিশেষতঃ তোমার চরিত্র অতি নির্ম্মল, এবং বিশুদ্ধ। এক্ষণে তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছ; এই বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে ঐ সকল গুণ বহুগুণে প্রবৃদ্ধ হইয়া তোমাকে আরো কেমন সমলঙ্কৃত করিয়াছে! বসন্তাগমে নবকিশলয়-সহযোগে তরু সকলের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন হয় না? তোমার এই সকল নানা গুণে আকৃষ্ট হইয়া আমি প্রকৃতি-প্রেম কাব্য তোমাকে পারিতোষিক স্বরূপ সমর্পণ করিলাম। শিক্ষকের সৎছাত্রের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অবশ্যই পারিতোষিক দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তুমি যেরূপ সদ্গুণ-ভূষণে ভূষিত হইয়াছ, আমার পুরস্কার তদুপযোগী হইল কি না, বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যে ভুবন-দুর্লভ বিশ্বজন-পাবন পরম-পবিত্র প্রকৃতি-প্রেম-প্রসঙ্গ অবশ্যই তোমার বিশুদ্ধ চিত্তের প্রীতিবর্দ্ধনে সমর্থ হইবেক। বিশুদ্ধ বস্তু ব্যতিরেকে কি বিশুদ্ধ-চিত্তের প্রীতিবর্দ্ধন হইতে পারে? আমার এই দীন রচনার দ্বারা হউক বা না হউক, এই বিশুদ্ধ প্রসঙ্গের দ্বারা অবশ্যই তোমার চিত্তের প্রীতিবর্দ্ধন হইতে পারিবে।

কলিকাতা,—হিন্দু বিদ্যালয়।
২ চৈত্র;—১২৭৮। ১৮৭২

শুভার্থি
শ্রীদ্বারকানাথ রায়।

প্রকৃতি-প্রেম।

জন্ম-খণ্ড।

নরত্বং দুর্ল্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্ল্লভা।
কবিত্বং দুর্ল্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্ল্লভা॥
অগ্নিপুরাণ।

কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।
বিষ্ণুশর্ম্মা।

কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিং।
কালিদাস।

প্রথম সর্গ।

কোথা গো মা কাব্যদেবি অমৃতভাষিণি।
দয়া কর দীনজনে, থাক হৃদিপদ্মাসনে,
কবিচিত্তসরোজবাসিনী।
মা তোমার ধারা জানি, কুসন্তানে কোলে টানি,
বিশ্বের সম্পদ কর দান।
রত্নাকর নাম ব্যাধে, শাখাচ্ছেদী জনে সাধে,
করেছ মা মহা ধনবান॥

তোমার কৃপায় তারা, অমর হইয়ে তারা,
সম্ভ্রমে বিহরে সর্ব্ব স্থানে।
তাদের গৌরব যত, বর্ণন করিব কত,
সবে পূজা করে মহামানে॥

ওগো মা আমিও তব অকৃতি তনয়।
বাল্য কালাবধি আমি, তব পদ অনুগামী,
তবু তব করুণা না হয়॥
সাজাইতে মা তোমারে, কবিতা কুসুম হারে,
প্রাণ পণ করি অনিবার।
করিলাম তনু ক্ষীণ, হইলাম অতি দীন,
তবু মম নাহি পুরস্কার॥
কত লোক অল্পায়াসে, যশের সাগরে ভাসে,
পেয়ে তব সুযশঃপ্রসাদ।
বুঝিলাম মা জননি, তুমি অন্ধশিরোমণি,
জগতে রবে এ অপবাদ॥

শুধু এই গুণে দেবি তব পদ স্মরি!
তব সুত বহু নরে, মরিলে বাঁচাও পরে,
জীয়ন্তে রাখ গো মৃত করি॥

যার আছে সুসম্পদ, নানা বিদ্যা উচ্চ পদ,
জীয়ন্তে না মরে সেই জন।
এসব আমার নাই, শব প্রায় আছি তাই,
হয়েছে মা জীয়ন্তে মরণ॥
ওগো মা তোমার কাছে, কিন্তু এ ভরসা আছে,
মলে যদি পাই প্রাণ দান।
তাই ডাকি এক মনে, মা তোমারে অনুক্ষণে,
দেহি তব শ্রীচরণে স্থান॥

উপক্রমণী।

রাধিকারমণ হরি, রাসরস সাঙ্গ করি,
বিদায় করেন গোপীগণে।
অধরে মধুর হাসি, করেতে মোহন বাঁশী,
বসিলেন নিকুঞ্জ কাননে॥
শুধু মাত্র একাকিনী, নিত্যপ্রিয়া কমলিনী,
শ্রীরাধিকা রহিলেন সঙ্গে;
বুঝি বা চপলা আসি, ধরিল এরূপ রাশি,
এই নব নীরদ আসঙ্গে॥

বিরলে পাইয়ে শ্যামে, শ্রীমতী বসিয়ে বামে,
হরে লয়ে সুধার সম্পদ।
কহিছেন মৃদু হাসি, শুন ওহে গুণরাশি,
আমি দাসী ধরি তব পদ ॥
প্রেমময় তুমি বঁধু, পান কর প্রেমমধু,
প্রেম বিনে কিছুই না চাও।
প্রেমের আকৃতি ধরি, প্রেমের প্রকৃতি করি,
প্রেমরসে ব্রহ্মাণ্ড না চাও ॥
তাই বলি রসময়, এত নয় অসময়,
নির্জ্জনে আছি হে দুই জনে।
প্রেমতত্ত্ব সুধাসার, বিস্তারিত কথা তার,
শুনিতে বাসনা বড় মনে ॥
সুধাময় প্রেম নাম, শুধু মাত্র ক্ষেমধাম,
প্রেমধন সার ত্রিভুবনে।
শুন ওহে নটবর, নর লোকে নারী নর,
কি রূপে মজিবে এই ধনে ॥
স্বরূপ প্রেমের সেবা, বল করেছিল কেবা,
নর জন্ম পাইয়ে সংসারে।
বল নাথ কি প্রকারে, নারী নর এ সংসারে,
প্রেমরসে ভজিবে তোমারে ॥

শুনিয়ে প্রিয়ার বাণী, মৃদু হাসি চক্রপাণি,
কহিছেন মথিয়ে অমৃত।
শুন ওহে প্রাণেশ্বরি, প্রেমতত্ত্ব প্রশ্ন করি,
প্রাণে বড় করিলে হে প্রীত॥
অতিশয় চমৎকার, আছে এক কথাসার,
সেই বুঝি সুধার জননী।
তায় প্রেমতত্ত্বসার, বুঝিবে হে সুবিস্তার,
এক মনে শুন সুবদনি॥

কথারম্ভ।

মরি কিবে শোভা অপরূপ।
যেন কোটি কোটি সুধাকূপ ॥
নবদূর্ব্বাদল শ্যাম, রাজা সীতাপতি রাম,
অখিল রূপের কোষ বুঝি এ শ্রীরূপ।
শোভা হেরি সতীপতী, মোহিত হইয়ে অতি,
ভস্ম করে পঞ্চশরে ভাবিয়ে বিরূপ ॥
লক্ষ্মী আর সরস্বতী, দুজনে অপ্রীতি অতি,
একথা সকলে বলে না জানি স্বরূপ।
তবে কেন এই স্থলে, ভাব দেখি গলে গলে,
ভাবুকের ভাবদাতা ভাব ভরা ভূপ ॥ ধ্রুং ॥

জয়—কৃষ্ণ কৃপাময়, ভক্ত-জনাশ্রয়,
বিষ্ণু জগন্ময়, জিষ্ণু হরে।*
জয়—বৈরিবিমর্দ্দন, শ্রীমধুসূদন,
ত্রাহি জনার্দ্দন, দীনবরে ॥
জয়—সেবকরঞ্জন, নিত্য নিরঞ্জন,
কালিয়গঞ্জন, ভক্তনিধে।

*সংস্কৃতানুযায়ী ছন্দ।

জয়—দুর্জ্জনশাসক, দুষ্কৃতিনাশক,
বিশ্ববিকাশক, বিশ্ববিধে ॥
জয়—তাপবিমোচন, পঙ্কজলোচন,
দুষ্টবিরোচন, শিষ্টগতে।
জয়—কংশনিপাতন, দৈত্যবিঘাতন,
ব্রহ্ম সনাতন, লোকপতে ॥
জয়—বল্লবনন্দন, শঙ্করবন্দন,
নন্দ সুনন্দন, যাদব হে।
জয়—কুঞ্জবিহারক, পর্ব্বতধারক,
সাধকতারক মাধব হে ॥

এরূপে নারদ মুনি হরিগুণ গানে।
ভাবে ঢল ঢল তনু চলেন বিমানে ॥
গোলোকে গোবিন্দপদ করি দরশন।
চলেছেন মর্ত্ত্যলোকে নৈমিষ কানন ॥
অকস্মাত্ শূন্য হতে পলেন দেখিতে।
এক অতি অপূর্ব্ব নগর অবনিতে ॥
হেরিয়ে তাহার শোভা হইয়ে মোহিত।
সেই দিকে চলিলেন প্রেমে পুলকিত ॥
ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়ে তপোধন।
প্রবেশ করিয়ে তায় করেন দর্শন ॥

আহা মরি কিবা নগরশোভা।
জগত্‌জনের মানসলোভা॥
এ রচনা কেবা করে ধরায়।
হেন সুরশিল্পী থাকে কোথায়॥
রাজার প্রাসাদ নগর মাজে।
চারি দিকে রম্য হর্ম্ম্য কি সাজে॥
হেরিলে মোহিত নয়নতারা।
চাঁদেরে বেড়িয়ে যেমন তারা॥
মনোহর রাজপথ সংহতি।
নানাবিধ লোক করিছে গতি॥
কেহ বা ভুবনমোহন বেশে।
স্মর বা একপে এল এদেশে॥
কেহ বা সুরঙ্গ তুরঙ্গ যানে।
যেন হরিহয় হয় বিমানে॥
কেহ বা চড়িয়ে বাহ্লিক হয়।
শর বা এদেশে এরূপ হয়॥
কেহ যান নরযান করিয়ে।
নানা লোকে নানাভাব ধরিয়ে॥
দুই দিকে সাজে প্রাসাদাবলি।
আমার সাধ্য কি সে শোভা বলি।

কিঞ্চিত্ তুলনা আছে ভূতলে।
মরালমালিকা যেমন জলে॥
মরি কি সুন্দর বিপণি চয়।
নানা জাতি দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়॥
ধনিক বণিক বহু তথায়।
ধনে এক এক ধনেশ প্রায়॥
পৃথিবীতে যত সামগ্রী আছে।
সব পাওয়া যায় তাদের কাছে॥
মাজে মাজে সাজে ত্রিদশালয়।
দরশন মাত্রে দুরিত লয়॥
যত বিচারক বিচারাগারে।
অবিরত রত ন্যায় বিচারে॥
কি আর কহিব বিচার মর্ম্ম।
বিচারক যেন আপনি ধর্ম্ম॥
মাজে মাজে সাজে ধর্ম্মের সভা
মানস মোহিত হেরিলে প্রভা॥
মূর্ত্তিমতী যেন ভকতি সতী।
প্রভুপ্রেম দানে অচল মতি॥
মাজে মাজে সাজে আপণ যত।
বিকিকিনি হয় সামগ্রী কত॥

স্থানে স্থানে শোভে কতই ফল।
হেরিলে মানস হয় বিকল॥
অদ্ভুত পদার্থ যত ভুবনে।
রয়েছে সকল এক ভবনে॥
স্থিরচিত্তে যেবা দর্শন করে।
প্রভুপ্রেমে তার নয়ন ঝরে॥
মাজে মাজে কিবা সরসীশোভা।
তটে উপবন মানসলোভা॥
বিরাম দেব বা গলিয়ে ভাবে।
জলময় তনু হল এ ভাবে॥
মাজে মাজে সাজে বিদ্যামন্দির।
পাঠনায় রত যতেক ধীর॥
এক গুরু যেন অনেক বেশে।
বিমোহিত পাঠনার আবেশে॥
অষ্টাদশ শাস্ত্র ভাষা নিচয়।
অতি অনুরাগে পাঠনা হয়॥
বিদ্যার গৌরব কি কব তথা।
তৃষার্ত্ত জনের জীবন যথা॥
কোথা কলাবতে তুলিয়ে তান।
মরি কি করিছে মধুর গান॥

বনপ্রিয় বুঝি আসি নগরে।
নররূপ ধরি সঙ্গীত করে॥
কোথায় ভাবুকে ভাবেতে ভোর।
সংকীর্ত্তনে মত্ত যেমন ঘোর।
সেতো ভাবুকের প্রেমের ডোর॥
মাজে মাজে সাজে চিকিৎসালয়।
প্রবেশ মাত্রেই ব্যাধির লয়॥
আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞ ভিষক্ যত।
ব্যাধি প্রতিকারে সতত রত॥
থাকিতে পারে কি ব্যাধি পাপিনী।
গরুড়ে হেরিলে যেন সাপিনী॥
বুঝি ধন্বন্তরি পীযূষ লয়ে।
আইল অবনি অনেক হয়ে॥
দানশালা বহুবিধি তথায়।
সকলে অশন বসন পায়॥
নগরে কেহ না অভুক্ত রয়।
সবে বলে মহারাজের জয়॥
বুঝি অন্নপূর্ণা হয়ে প্রসন্ন।
রাজগুণে দেন সকলে অন্ন॥

নানা ভাষা ভাষী বিদেশী যত
বসতি করেছে শৃঙ্খলা মত ॥
দূরে হতে শোভা কিকব তার।
যেমন অপূর্ব্ব ছবির হার ॥
গড়েতে কামান গরজে ঘন।
গগনে যেমন নিবিড় ঘন ॥
রণ প্রহরণ বিবিধ মত।
সেনার গণনা করিব কত ॥
সমন সমান সেনানী যত।
সমর-তরঙ্গ-রঙ্গ-নিরত ॥
নয়ন সম্মুখে দেখিলে করী।
ওঠে না কি হরি বিক্রম করি ॥
সিহরে শঙ্কায় শত্রু সংহতি।
পরপুরুষেরে যেমন সতী ॥
নদী আর গড়ে বেষ্টন তার।
বল না তুলনা কি দিব আর ॥
বুঝি বিধি তুষ্ট হয়ে অপার।
পুরস্কার দিল অমূল্য হার ॥

পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত হৃদিশোভাকর।
ভুবনবিখ্যাত এই অবন্তি নগর॥
জ্যোতিষ্কমণ্ডলে যেন প্রধান ভাস্কর।
জলাশয় মধ্যে যেন প্রধান সাগর॥
স্নেহপাত্র মধ্যে যেন পুত্র শ্রেষ্ঠতর।
সেই রূপ রাজধানী মধ্যে এ নগর॥
তার অধীশ্বর মহারাজ ধর্ম্মবীর।
নাম অনুরূপ রায় মহা ধর্ম্মবীর॥
বিভবে বিক্রমে রূপে কে হবে স্বরূপ।
ইন্দ্র অগ্নি ইন্দু মিলে হল বা এরূপ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্বগুণাকর।
জীব আর বাণী একি এক মূর্ত্তিধর॥
ধীরতায় তাঁর সম কে আছে বল না।
এক মাত্র আছে ধরা হইতে তুলনা॥
সত্যে রণে দানে তুলা কারে আর বলি।
আছে মাত্র যুধিষ্ঠির পার্থ আর বলি॥
অন্যায় কাহারে বলে না জানেন ভূপ।
যোগী যেন না জানেন বিষয় কি রূপ॥
পক্ষপাত অত্যাচার নাই কোন জনে।
জননীর ভাব যেন যত পুত্রগণে॥

অতি যত্নবান রায় প্রজার পালনে
অনুকূল পতি যেন সতীর রক্ষণে।—
ছদ যেন রক্ষা করে সতত নয়নে ॥
সাধুজন সুখে ভাসে দুষ্ট কাঁপে ত্রাসে।
পুষ্কর তস্কর যেন ভাস্কর প্রকাশে ॥
মাধুরীতে সুধাকর তেজে প্রভাকর।
আসমুদ্র অখিল অবনি দেয় কর ॥
গাম্ভীর্য্যের তুলনা কি হবে রত্নাকর।
তবে কেন তাহার কল্লোল ভয়ঙ্কর ॥
হেরিলে পুরীর শোভা নয়ন জুড়ায়।
বৈজয়ন্ত পুরী যেন আইল ধরায় ॥
চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মণিবিরচিত।
হেরিলে তাহার শোভা মুগ্ধ হয় চিত ॥
তুলনা কি আছে আর এতিন ভুবনে।
যেন বহু রাম শ্যাম রসবৃন্দাবনে ॥
মণিবিভা-সুন্দরী হাসে রে কুতূহলে।
যেন সৌদামিনী-মাখা দীপমালা জ্বলে ॥
শ্রেষ্ঠতর চিত্রকর শিল্পকর যত।
সকলের সার কীর্ত্তি আছে শত শত ॥

মরি কিবা শোভা রে মোহিত হয় মন।
নিমেষেরে শক্র জ্ঞান হয় সেই ক্ষণ॥
সভা করি যখন বসেন নর রায়।
অবনিতে যেন নব ইন্দ্র শোভা পায়॥
পাত্র মিত্র সভাসদ সর্ব্বগুণযুত।
জ্ঞান হয় তারা সবে সরস্বতীসুত॥
পণ্ডিতমণ্ডলী যেন সর্ব্বশাস্ত্রচ্ছবি।
এক এক জন যেন এক এক রবি॥
গায়ক নাটক বন্দী অতি সুশিক্ষিত।
তম্বুরু নারদে পারে করিতে মোহিত॥
রাজার বর্ণন কেবা করিবে বিশেষ।
গুরু শেষ হলে তবে যদি হয় শেষ॥
ভাবভরে ব্রহ্মাণ্ডের যত গুণগণ।
বুঝি এই নরমূর্ত্তি করিল ধারণ॥
কিন্তু এই খেদ মাত্র নাহিক নন্দন।
পদ্মিনী নারীর যেন নাহিক রমণ॥

প্রকৃতি-প্রেম।

জন্ম-খণ্ড।

দ্বিতীয় সর্গ।

কে চিনিবে রে!—প্রেম ধনে।
প্রকৃতি পুরুষ ভাবে বিহরে ভুবনে॥
কমলিনী মধুকর, সৌদামিনী জলধর,
নিশীথিনী সুধাকর, দেখ রে নয়নে।
এ ভাব যাহার সার, অভাব কি তার আর,
তার সম সুখী কেবা এ ভবভবনে॥ ধ্রুং॥

কামচারী নারদ ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মজ্ঞানী।
অল্পক্ষণে দেখেন সকল রাজধানী॥
আনন্দ না ধরে আর ঋষিরাজমনে।
অমনি হইল মতি রাজদরশনে॥
কাব্যরসে মুগ্ধ হলে ভাবগ্রাহী জন।
গ্রন্থকারে জানিবারে বাসনা যেমন॥
ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিয়ে তখন।
রাজপুরী-পুরোভাগে দেন দরশন॥
সম্মুখেতে উপবন অতি মনোহর।
নন্দন বনের বুঝি হইবে সোদর॥

কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জরে।
নূপুর পরিয়ে যেন ত্রিভঙ্গ বিহরে॥
শাখীতে শাখীতে পিক ডাকে পঞ্চস্বরে।
বুঝি তারা সে স্বরে স্বভাবে স্তুতি করে॥
সে স্বর তুলনা কোথা পাইব ভুবনে।
মুরলীর গান যেন মঞ্জু কুঞ্জ বনে॥
ফুলে ফুলে মধুকর মধু পান করে।
মিলন হয়েছে যেন রাই নটবরে॥
হেরি উপবনশোভা দেব তপোধন।
পড়িল রে মনে তাঁর রসবৃন্দাবন॥
লোমাঞ্চ হইল তনু প্রেমভক্তিভরে।
কদম্ব কুসুম তার কিছু শিক্ষা করে॥
বাজিয়ে বীণার তার তুলিয়ে সুতান।
মধুর রসেতে ঋষি এই গীত গান॥

চল চল কুঞ্জে কুঞ্জরগামিনি প্রেমবিলাসিনি রাধে।*
নবরসসাগর নটবর নাগর কেশব দরশন সাধে॥
নর্ত্তক-খঞ্জন-গঞ্জন-লোচন মোহন-মুরলী-ধারী।
রমণীরঞ্জন মূর্ত্তি মনোহর ত্রিভুবন-মোহনকারী॥

* সংস্কৃতানুযায়ী সঙ্গীতচ্ছন্দ।

নীরদনিন্দিত নীলবিভাধর পীত বসন কটিদেশে।
চন্দনচর্চ্চিত বঙ্কিম ভঙ্গিম রাজিত সুন্দর বেশে ॥
ভালে বিধুনিভ তিলক সুশোভিত মৃগমদ দলিত—
কপোলে।
মোহন মুকুট শিরোপরি রাজিত বনফুল কণ্ঠে দোলে ॥
অঞ্চল ঝলমল চঞ্চল চপলা জলদে বুঝি পরকাশে।
শারদ-শশিনিভ শ্রীমুখ সুন্দর শোভিত মৃদুমৃদু হাসে ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দিনমণিমণ্ডল চরণে নূপুর বাজে।
মধুপানাকুল গুঞ্জিত অলিকুল অতিশয় আকুল লাজে ॥
ভক্তমনোমৃগ ধরিতে ধরণী ধরিল শৌরি-তনু-পাশে।
প্রেম-সুধা-রস বহয় নিরন্তর পান করহ মনআশে ॥

এই গীত গাইতে গাইতে ঋষিবর।
উপনীত হইলেন সভার ভিতর ॥
ভাবভরে ভোর তনু প্রসন্ন বদন।
প্রেমে আঁখি ঝরঝর ঝরিছে সঘন।—
শতদল হতে ঝরে শিশির যেমন ॥
ঋষিরাজ দরশনে সসম্ভ্রমে রায়।
গাত্রোত্থান করিলেন স্বগণে ত্বরায় ॥
যেন নারায়ণে দেখি দেব আখণ্ডল।
সম্ভ্রমে উঠেন সহ অমর মণ্ডল ॥

সিংহাসন হতে রায় নাবিয়ে তখন।
অবনি লোটায়ে তাঁরে করেন বন্দন ॥
নিজ করে পাদ্য অর্ঘ্য করিয়ে অর্পণ।
ত্বরায় বসিতে দেন রত্নসিংহাসন ॥
ঋষিরাজ আসনে করিলে অধিষ্ঠান।
কর যোড়ে কহেন ভূপতি শ্রদ্দধান ॥
একি শুভক্ষণ মম একি শুভক্ষণ।
ঘরে বসি পাইলাম সাধনের ধন ॥
আমি অতি দীন হীন কুমতি কৃপণ।
আমারে যে এত দয়া ওহে মহাজন ॥
যেন প্রভু রামচন্দ্র হইয়ে সদয়।
গুহক চণ্ডাল গৃহে হলেন উদয় ॥
পবিত্র হইল পুর পদ পরশনে।
পবিত্র হলাম আমি তব দরশনে ॥
এত দিনে হল মম সার্থক জীবন।
এত দিনে বলবান্ হইল প্রাক্তন ॥
রাজার বিনয় বাণী শুনি তপোধন।
কহেন মধুর ভাষে সহাস্য বদন ॥
তোমার সমান ভূপ কে আছে ধরায়।
এমন ঐশ্বর্য্য রাজ্য না দেখি কোথায় ॥

রাজধানী পুরীশোভা হেরিলে নয়নে।
ফিরে যাওয়া ভার হয় লয়ে মনোধনে॥
তব সম ভাগবত কে আছে ভুবনে
হর বুঝি নর হন লীলার কারণে॥
তোমার রাজ্যের ভাব ভাবিলে হে মনে।
মনে পড়ে রঘুবীর রাজীবলোচনে॥
কি আর কহিব আমি তোমারে রাজন্।
তব রাজ্য হেরি বড় সুখী হল মন॥
নিজ গুণে নিজে নীচ ভাব মহাশয়।
ছোট না হইলে কেহ বড় নাহি হয়॥
দেখ সুরশিরোভূষা নব দূর্ব্বাবন।
জীবপদতলে বাস করে অনুক্ষণ॥
ঋষির সস্নেহ বাণী শুনি নরবর।
ধীরে ধীরে কন তাঁরে যোড় করি কর॥
বুঝিলাম প্রভু বড় ভাল বাস দাসে।
তাই এত বাড়াইলে নিজ মনআশে॥
ভাল বাসে মনের সহিতে যে যাহায়।
তার দোষ থাকিলেও দেখিতে না পায়।—
রাগ-নয়নের এই ধর্ম্মতো ধরায়॥

আমারে বাড়ায় কেবা ভালবাসা বই।
আমি তব দাসানুদাসের যোগ্য নই॥
যা বল তা বল প্রভু আমি অভাজন।
আমা হতে বংশলোপ হল তপোধন॥
গৃহের প্রদীপ পুত্র নাহিক আমার।
বল প্রভু রাজ্য ধনে কিবা কাজ আর।—
মম মনে বোধ হয় সব অন্ধকার॥
ধীশক্তি-বিহীন বৃথা জীবন যেমন।
আলোক-বিহীন যেন সুসজ্জ ভবন।—
সেই রূপ পুত্র বিনে বৃথা ধন জন॥
বল প্রভু কেবা লবে মম রাজ্যভার।
পিতৃলোকে পিণ্ড দান কে করিবে আর॥
এই ভাবী ভাবনা ভাবিয়ে দহে মন।
কি আর কহিব আমি ওহে তপোধন॥
যদি দাসে করুণা করেছ মহাশয়।
ইহার উপায় তবে করিতেতো হয়॥
ব্রহ্মার নন্দন তুমি ঋষির প্রধান।
ভাগবতশ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণের নিধান॥
তোমার অসাধ্য কিবা ওহে মহাজন।
সৃজন করিতে পার নূতন ভুবন॥

অতি তুচ্ছ তার এই পুত্রবর দান।
এতে কি কাতর তুমি হবে ভগবান॥
রাজার করুণা বাণী শুনি মুনিবর।
করুণা রসেতে আর্দ্র হইল অন্তর॥
বলেন না কর খেদ ওহে নৃপবর।
অবশ্য তোমারে আমি দিব পুত্রবর॥
যদি আমি করে থাকি শ্রবণ মনন।
যদি আমি করে থাকি সুনিধিধ্যাসন
যদি আমি করে থাকি গুণ-সংকীর্ত্তন
যদি আমি করে থাকি পূজন বন্দন॥
যদি আমি করে থাকি আত্মনিবেদন।
অবশ্য তোমার তবে হইবে নন্দন॥
সামান্য সন্তান তব হবে না হে রায়।
আবির্ভাব হবে প্রেমধনের ধরায়॥
ভগবত্‌প্রেম তিনি সংসারের সার।
পৃথিবী পবিত্র হবে পদস্পর্শে যাঁর॥
স্বরূপ প্রেমের পথ প্রকাশ করিতে।
নরজন্ম হবে তাঁর এই অবনিতে॥
তুমি অতি মহাজন সাধু সদাশয়।
তাই তব তনয় হবেন প্রেমময়॥

রূপ গুণ তাঁহার বর্ণিব কিবা আর।
ভাবে বুঝ হবে স্বয়ং প্রেম অবতার॥
মহামূল্য প্রণয়নিধির উপার্জ্জনে।
প্রেম যে পরম ধন শিখাতে ভুবনে।—
করিবেন প্রাণপণ এভব ভবনে॥
সাধারণ প্রেম নয় ওহে গুণাধার।
ভগবত্‌-প্রকৃতির প্রেম বিশ্বসার॥
ভগবত্‌-প্রকৃতির মহিমা প্রকাশে।
অবতার হইবেন তোমার সকাশে॥
তাঁহার যশেতে পূর্ণ হইবে সংসার।
তাহার তুলনা আমি কোথা পাব আর॥
এক মাত্র আছে শুধু সুধাংশু গগনে।
তার সঙ্গে তুলা আমি দিব বা কেমনে॥
বহু দোষে দোষী শশী বিখ্যাত ভুবন।
রাহুভক্ষ্য, হ্রাস, বৃদ্ধি, কলঙ্কভূষণ॥
পুত্রবর পেয়ে রায় পুলকিত কায়।
ঋষিপদে প্রণাম করেন দণ্ড প্রায়॥
ঋষিরাজ কহেন শুন হে মহারথ।
নিঃসংশয়ে হলে তুমি সিদ্ধমনোরথ॥

এখন স্বস্থানে আমি করিব গমন।
বহু কাল করিতেছি সংসার ভ্রমণ ॥
এত বলি চলিলেন অন্তরীক্ষ পথে।
এই গীত গাইতে গাইতে মনোরথে ॥

জয় হে মধুসূদন দীনদয়া-
ময় তারয় নাথ সুদীন জনে। *
জয় শিষ্টজনাশ্রয় দুষ্টবিঘা-
তন ইষ্টবিধায়ক দেব হরে ॥
জয় ব্রহ্ম পরাৎপর লোকপতে
ত্রিগুণাত্মক অচ্যুত বিশ্বগুরো।
নিজ পঞ্চমুখে তব নাম সুধা
ভব গান সদা অতি ভাবভরে ॥
কল-কোকিল-কাকলি-কূজিত-কু-
ঞ্জবনে বিহর প্রভু রাসরসে।
বহু ভাগ্যফলে যত গোপসখা
তব সঙ্গ লয়ে কত রঙ্গ করে ॥
তুমি ভূমিতলে অবতীর্ণ হয়ে
বহু রূপ ধরি ক্ষিতিভার বিনা-
শক সেবক-ইষ্টফলপ্রদ হে,
করুণা কর হে করুণাকর হে ॥
নব-নীরদ-নিন্দিত নীল কলে-
বর নিত্য নিরঞ্জন সত্যময়ে

* সংস্কৃতানুযায়ী অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দো বিশেষ।

বল সার, কবে হইবে মম রে!
ভবরোগ তবে তব শান্তি হবে॥
ভবভীত জনে করি ত্রাণ বিভো
কর ষট্‌পদ শ্রীপদপদ্মবরে।
ভববন্ধনভেদনকারণ হে;
ময়ি দেহি গতিং ভবতারণ হে॥

পক্ষিরাজ যেন করি সংসার ভ্রমণ।
সন্ধ্যা কালে নিজ বৃক্ষে করে আগমন॥
সেই রূপ ঋষিরাজ ভব ভ্রমি ক্রমে।
সন্ধ্যা কালে উপনীত আপন আশ্রমে॥
অতি সুগভীর সেই নিবিড় কানন।
স্বভাবের মনোহর বিশ্রাম ভবন॥
মহাপ্রভ ঋষিরাজ নিকুঞ্জকুটীরে।
প্রবেশেন স্বহাস্য বদনে ধীরে ধীরে।—
নিশামুখে মধ্যাহ্ন আইল যেন ফিরে॥
সুশীতল নীরে করি পদ প্রক্ষালন।
তদন্তর করিলেন শরীর শোধন॥
সন্ধ্যা বন্দনাদি পরে করি সমাপন।
সুধাস্বাদ বন্য ফল করেন ভোজন॥
পরে অতি সুশীতল জলপান করি।
তৃপ্ত হয়ে বসিলেন আসন উপরি॥

শিষ্যগণ সহ করি ইষ্ট আলাপন।
পদ্মনাভ স্মরি দেব করেন শয়ন ॥
সতক্রম অমনি হলেন তপোধন।
বিরতি সুন্দরী আসি করেন সেবন ॥
পলায় সভয়ে শ্রান্তি রাক্ষসী কোথায়।
সিংহেরে দেখিয়ে যেন শৃগাল লুকায় ॥
নিদ্রা দেবী পশিয়ে সে নয়নমন্দিরে।
কবাট করেন বন্ধ অতি ধীরে ধীরে ॥

কিবা সুগভীর সে নিবিড় বন
নানা জাতি নগ কি শোভা ধরে।
যেন নানা মত নবীন নীরদ
নগ রূপ ধরি বিরাম করে ॥
কিবা ধীর ভাব! যেন যোগি জন
সদা যোগ সাধে মন আবেশে।
আছে কি এমন রহঃস্থল আর
কোন লোকালয়ে কোন প্রদেশে।—
বুঝি জনপদে ব্যাকুল হইয়ে
ধরিল স্বভাব এধীর বেশে ॥
শাখায় শাখায় বিহঙ্গ বিহরে

করে কলনাদ জুড়ায় প্রাণ।
বুঝি বা বিরলে পাইয়ে স্বভাবে
নানা রাগে তারা শুনায় গান॥
কোন কোন নগ এত উচ্চতর
বোধ হয় দিব পরশ করে।
বুঝি সর্গপ্রিয়া দিগঙ্গনাশিরে
পল্লবাতপত্র যতনে ধরে॥
পরিণতচ্ছদ যত অবিরত
পট পট রবে পতিত হয়।
যেমন জরায় জীব ত্যজে তনু
তারা দেয় সদা সে পরিচয়॥
অবতমসেতে মিহিরময়ূখ
মাজে মাজে মাজে কি শোভা পায়
সুরশিল্পী যেন ঈষদ্ নিষ্প্রভ
হীরকখণ্ডে সে বন সাজায়॥
বিটপী বেড়িয়ে নানাবিধ লতা
কিবা মনোলোভা শোভা আমরি।
যেমন নাথেরে ভুজলতাপাশে
বাঁধিয়ে সম্ভাষে সুরসুন্দরী॥
স্বভাব-শোভিত-বিনোদ-বিপিনে

সকলি সুচারু অমূল্য নিধি।
তাই বা ভীষণ হিংস্র জন্তুগণে
প্রহরী করিয়ে রাখিল বিধি ॥
বরাহ-শার্দ্দূল-কেশরি-নিঃস্বান
যেমন অশনি-পতন-ধ্বান।
যত ভুজঙ্গম করে রে গর্জ্জন
নদীতে যেমন আসে রে বান ॥
কার সাধ্য তথা করে রে প্রবেশ
হেরিতে সুধীর স্বভাব ধনে।
বিষয়বাসনা ত্যজেছে যে জন
শুধু তারি ভয় না হয় মনে ॥

প্রকৃতি-প্রেম।

জন্ম খণ্ড।

তৃতীয় সর্গ।

কি আনন্দ রে!—নন্দনগরে।
সবে ভাসে সুখসাগরে॥
জনমিল হরি, বিশ্ব আলো করি, প্রেমধন দিতে নরে।
মহা মহোৎসব, জয় জয় রব, ব্রজ ধামে ঘরে ঘরে॥
গোপ গোপী কুল, হইল ব্যাকুল, হেরিবারে নটবরে।
যত দেবগণ, ভাবেতে মগন, কিবা গুণগান করে॥
বিরিঞ্চি নাটক, মহেশ গায়ক, সুরপতি তাল ধরে।
থাকে কি অভাব, হেরিলে সে ভাব, ভাবুকে ভাবের ভরে।
প্রকৃতি কন্যারে, রাগ অলঙ্কারে, সাজায়ে দাও এবরে॥

ব্রহ্মর্ষির বাণী কে লংঘিবে চরাচরে।
ভীষণ বাণের বেগ কেবা রোধ করে॥
প্রেম দেব প্রবেশেন রাণীর উদরে।
নীল শশী শোভে যেন অম্বুধি-অন্তরে॥
কিবা মুক্তা শোভে যেন শুক্তির ভিতরে।
কিবা বসুন্ধরা যেন গর্ভে বসু ধরে॥
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ অতি অপরূপ।
উর্ব্বরা ভূমিতে যেন শস্যের স্বরূপ

প্রকৃতি-প্রেম।

একে রাণী ভুবনমোহিনী রূপবতী।
গর্ভ ধরি আরো রূপ বাড়িল রে অতি॥
প্রেম দেব গর্ভে যাঁর হলেন উদয়।
তাঁর রূপ বাড়িবে আশ্চর্য্য বড় নয়॥
আনন্দ না ধরে আর ভূপের অন্তরে
গ্রন্থকার যশোলাভে যেই ভাব ধরে॥
গর্ভ যত বৃদ্ধি পায় দেখ কিবা রঙ্গ।
তত বাড়ে ভূপতির প্রত্যাশ কুরঙ্গ।—
পদ্মের যে ভাব পেয়ে বর্ষা-নীর-সঙ্গ॥
রাখেন রাণীরে রায় অতি সযতনে।
ফণী যেন মণি রক্ষা করে প্রাণপণে॥
কিবা রত্ন রক্ষা করে যেন যক্ষগণে।
কিবা বৃদ্ধ জন যেন তরুণী স্ত্রীধনে॥
ক্রমে ক্রমে দশ মাস হইল পূর্ণিত।
প্রসব সময় আসি হল উপস্থিত॥

সে সময় ধরা অতি সুধাময়,
প্রকাশ হয়েছে মধুর মধু।*

* ইংরেজি রীত্যনুযায়িচ্ছন্দ।

জগত্‌লোচন দিনেশ উদয়,
সহ ঊষা সুরসুন্দরী বধূ ॥
হৃষিত বদন কুসুম নিচয়,
দিগঙ্গনাগণ প্রসন্ন মুখী।
জগতের জন আনন্দ হৃদয়,
ভূচর খেচর সকলে সুখী ॥
এমন সময়ে দেব প্রেমধন,
ভূমিষ্ঠ হলেন মহীমণ্ডলে।
হল না কিছুই প্রসববেদন,
রাণীর অশেষ সুকৃতিফলে ॥
অতি অপরূপ রূপ নিরখিয়ে,
পলক ফেলিতে না পারে রাণী।
দেখি সখীজন বিস্মিত হইয়ে,
বলে এই কোন্ দেব না জানি ॥
বুঝি রাহুভয়ে পূর্ণ দ্বিজপতি,
মৃগেরে ত্যজিয়ে অতি গোপনে।
নবীন নীরদ শ্যামল মূরতি,
ধরিয়ে আইল রাজভবনে ॥
ধরা হতে সখী তুলিয়ে কুমারে,
স্নেহে আর্দ্র মতি গদ্গদ বাণী।

আধ স্বরে বলে রাজমহিলারে,
অমূল্য রতন ধর গো রাণি ॥
ভাসিয়ে মহিষী প্রেমসিন্ধুজলে,
হৃদয়ে রাখিল প্রাণের ধনে।
যেন স্বর্ণময়ী প্রতিমার গলে,
পরাইল নীলমণি যতনে ॥
কহে সখীজন ওগো সুলোচনা,
তোমারে বড়ই প্রসন্ন বিধি।
না পেয়ে প্রসববেদনা যাতনা,
কোলেতে পাইলে পরম নিধি ॥
বল তব সম কেবা ভাগ্যবতী,
ভুবনে ভাবিয়ে না পাই আর।
কোশলনন্দিনী, কিবা যশোমতী,
হয়েছেন বুঝি এ অবতার ॥

একেতো বসন্ত তায় প্রভূাষ সময়।
এই কালে প্রেমদেব হলেন উদয় ॥
পৌর্ণমাসী তাহায় হয়েছে সমাবেশ।
কন্দর্পশরীরে যেন মনোহর বেশ ॥

ওমা ওমা করি দেব কাঁদেন সঘন।
যেন দিব্য সুধারাশি হয় বরষণ ॥
জানিতে পারিল তায় পুরনারীগণ।
সত্বরে আইল সবে রাণীর সদন ॥
ভুবনমোহন রূপ দরশন করি।
বলে কি অমূল্য নিধি আহা মরি মরি ॥
কেহ বলে নীল বর্ণ ধরি নিশামণি।
নরলীলা করিবারে আইল অবনি ॥
কেহ বলে নীলবর্ণধারী একুমার।
কেহ বলে না গো সখি হইবে কি মার ॥
কেহ বলে না গো সখি তা নয় তা নয়।
নারদের বরে প্রেম দেবের উদয় ॥
শুনি রামাগণ বলে বটে তাই বটে।
নহিলে এমন রূপ নরের কি ঘটে ॥
প্রেম দেব বটে বটে বুঝিলাম সার।
নহে এত মুগ্ধ করে বল সাধ্য কার ॥
প্রেম বিনা বল সখি এ ভবভবনে।
এত ভাল বাসে কেবা পরের নন্দনে ॥
রাণীর ভাগ্যের কথা বলে সাধ্য কার।
যার গর্ভে হইলেন প্রেম অবতার ॥

এত বলি আনন্দে মগনা রামাগণে।
হুলু ধ্বনি শঙ্খধ্বনি করে সেই ক্ষণে॥
ধাত্রী আসি হাসি হাসি ভূপতিরে কয়
ওগো মহারাজ তব হয়েছে তনয়॥
কি কব তাহার রূপ আমি নারীজন।
মুনির মানস হরে ভুবনমোহন॥
বাণীর বক্তৃতা শক্তি শেষের বদন।
যদি মেলে তবু রূপ হয় কি বর্ণন॥
এস এস মহারাজ এস এই ক্ষণে।
চাঁদ মুখ হেরি কর সার্থক জীবনে॥
ভূপতি মোহিত অতি শুনি সে বচন।
শ্রুতিযুগে সুধা ঢালি দিল রে যেমন॥
কণ্ঠে ছিল মণিময় হার মনোহর।
ধাত্রীরে শিরোপা দেন হরিষ অন্তর॥
আশার অধিক ধাত্রী শিরোপা পাইয়ে।
চলিল রাজার গুণ গাইয়ে গাইয়ে॥
অনন্তর নরপতি অতি শুভক্ষণে।
অতি অনুরাগে চলে পুত্রদরশনে॥
সঙ্গে যান পুরোহিত প্রধান সচিব।
যেন ইন্দ্রসঙ্গে শোভে ভৃগু আর জীব॥

সূতিকা গৃহের দ্বারে দেন্ দরশন।
ধাত্রী ত্বরা করি করে দ্বার বিমোচন॥
কোলে করি কুমারে দেখায় নরবরে।
প্রাচী শৈলে নীল শশী যেন শোভা করে॥
হেরিয়ে পুত্রের রূপ মুগ্ধ নরবর।
পড়িল রে মনে তাঁর নারদের বর॥
কৃতার্থ করিলে মোরে ওগো তপোধন।
দান করি আজি এই অমূল্য রতন॥
আহা মরি আজি মোর একি ভাগ্যোদয়।
পুত্র রূপে ভবগত্প্রেমের উদয়॥
এত বলি ভাবভরে ভূপ গুণধাম।
আপন নন্দনে যান করিতে প্রণাম॥
তাঁর প্রতি ঐশীভাব পিতার দেখিয়ে।
ভুলাইয়ে দেন দেব মায়া বিস্তারিয়ে॥
রাজমন্ত্রী পুরোহিত বলেন তখন।
আহা মরি কিবা রূপ ভুবনমোহন॥
আছে কি এমন রূপ ত্রিভুবনে আর।
রূপ দেখি নয়নে নিমেষ রাখা ভার॥
মহারাজ বুঝি তব পুণ্যফলে হরি।
আইলেন রসবৃন্দাবন পরিহরি॥

শুনিয়ে ভূপের চিত্ত ভাবে ঢল ঢল।
প্রেমে লোমাঞ্চিত তনু আঁখি ছল ছল
মহামূল্য মণি দিয়ে দেখিয়ে নন্দন।
মহোৎসবে মহারাজ হলেন মগন ॥

রাজা ধর্ম্মবীর, আনন্দে অধীর,
মজিলেন মহোৎসবে।
পাত্র মিত্রগণ, আনন্দে মগন,
সুখী পুরজন সবে ॥
প্রতি প্রতীহার, চাঁদমালা হার,
পরিয়ে অপূর্ব্ব সাজে।
চন্দনচর্চ্চিত, সিন্দুরশোভিত,
সহাস্য বদনে রাজে ॥
আম্রশাখাকেশা, অতি শুচিবেশা,
মঙ্গল কলসী হাতে।
তায় স্নিগ্ধ জল, নারীকেল ফল,
কদলীর সার পাশে ॥
রাজপুণ্যফলে, বুঝি কুতূহলে,
সূতিকা দেবী এরূপে।
ফল জল লয়ে, সুপ্রসন্ন হয়ে,

আশীর্ব্বাদ করে ভূপে ॥
রাজপুরীমাঝে, নানা বাদ্য বাজে,
অতি শ্রুতিসুখকর।
মধুর মৃদঙ্গ, আলিঙ্গ্য মোচঙ্গ,
সপ্তসরার কি স্বর ॥
দামামা দোসরী, খমক খঞ্জরী,
দগড় মন্দিরা তুরী।
ডম্ফ করতাল, ঝাঁজ খরতাল,
বিষাণ ভেরী ধুধুরি ॥
ঝর্ঝর টিকারা, তম্বুরা সেতারা,
বীণা বেণু মনোহর।
পিনাক পণব, রবাব সুরব,
বুঝি সুধাসহোদর ॥
মণিময় সভা, কি কব সে প্রভা,
তুলা কি আছে সংসারে।
দানবের কৃত, সভা সুবিদিত,
কিছু তুলা হতে পারে ॥
অতি সুরচিত, রতন খচিত;
চন্দ্রাতপ তদুপরি।

যেমন গগণ, সহিত স্বগণ,
শোভা পায় আহামরি ॥
হয়ে সুসজ্জিত, যত নিমন্ত্রিত,
আইলেন রাজগণ।
বৈজয়ন্তপুরে, যেন যত সুরে,
আসি দিল দরশন ॥
নাচিছে নাটক, গাইছে গায়ক,
বন্দী করে স্তুতি গান।
নটীর নটন, ভুবনমোহন,
হেরিলে জুড়ায় প্রাণ।—
রাজভাগ্যবলে, বুঝি ধরাতলে,
বিদ্যাধরী অধিষ্ঠান ॥
তত্ত্ব ওঘ ঘন, হতেছে সঘন,
হেরি মুগ্ধ হয় মতি।
যেমন তরঙ্গ, করিতেছে রঙ্গ,
ধীর, মধ্য, আশু গতি ॥
কোথা বাজীকরে, কিবা বাজী করে,
অপরূপ অতিশয়।
সংসারে যেমন, জনন মরণ,
ধর্ম্ম ধরে জীবচয় ॥

নীল পীত সিত, পাঁটল লোহিত,
ধূমল হরিতময়।
নানা বর্ণান্বিত, অতি বিচিত্রিত,
উড়িছে পতাকা চয়॥
তাহার তুলনা, কি দিব বল না,
এতিন ভুবনে আর।
যেন শক্রধনু, ত্যাগ করি তনু,
ধরিল খণ্ড আকার॥
যে দিকে পবন, সে দিকে ধাবন,
ফেরেনাক কদাচন।
যেন সাধ্বী সতী, যথা থাকে পতি,
তথা থাকে তার মন॥
রাজপথ পাশে, চিত্রপট হাসে,
পরিয়ে আলোক হার।
মহা কোলাহলে, বহু লোক চলে,
যেন নদীস্রোতোবার॥
এই মহোৎসবে, বিমোহিত সবে,
ভাঙিল রাজ্যের লোক।
সবাকার চিত, অতি পুলকিত,
নাহি কোন দুঃখ শোক॥

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়, ধরি মহাকায়,
মহারাগে অকপটে।
প্রতি ঘরে দ্বারে, পথে ঘাটে বারে,
জয় জয় রব রটে ॥
মুক্ত করি কোষে, পরম সন্তোষে,
মহারাজ অনিবার।
যত গুণি নরে, করেন সাদরে,
সমুচিত পুরস্কার ॥
যত বিপ্রবরে, অতি সমাদরে,
করেন গোধন দান।
যে জন যা চায়, সে জন তা পায়,
সবার রাখেন মান ॥
এই বটে এই, কল্পদ্রুম সেই,
নহে কারে বলা যায়।
যত লোক আসে, দান প্রাপ্তি আশে,
ফিরিতে না হয় কায়।—
রাজপুণ্যফলে, বরঞ্চ সকলে,
আশার অধিক পায় ॥
কোথা কর্ণবীর, হরিশ্চন্দ্র ধীর,
কোথা বলি গুণাগার।

তোমাদের সম, দাভা নিরুপম,
হল বুঝি অবতার ॥
যত দেবগণ, আনন্দে মগন,
করে পুষ্প বরষণ।
প্রেমেতে মজিয়ে, ভাবেতে ভরিয়ে,
প্রেমে করে দরশন ॥
কহেন সকলে, আজি ভূমণ্ডলে,
একি দেখি চমৎকার।
জগতের সার, প্রেম অবতারি,
একি ভাগ্য সবাকার ॥
আহা মরি মরি, কি মাধুরী ধরি,
ভুবন করেছ আলো।
কালো রূপে তব, আলো হল ভব,
একি অপরূপ কালো ॥
এত দিনে ভবে, জানিবে রে সবে,
বিশ্বপ্রকৃতির তত্ত্ব।
প্রকৃতি চরিতে, প্রচার করিতে,
প্রকৃতিপ্রেমেতে মত্ত ॥
যত ঋষিগণ, পুলকিত মন,
গদগদ ভাবভরে।

প্রেমেরে হেরিয়ে, মোহিত হইয়ে,
মানসে প্রণাম করে॥
যত করি জপ, যত করি তপ,
আজি সে সার্থক সব।
ধরি নরকায়, পেলাম তোমায়,
একি ভাগ্য অসম্ভব॥
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, শঙ্করসেবিত,
যিনি ত্রিসংসারসার।
সত্তা তুমি তাঁর, রক্ষিতে সংসার,
হলে প্রভু অবতার॥
পরেতে সকলে, অতি কুতূহলে,
চলিলেন নিজ স্থান।
সকলে মিলিয়ে, ভাবেতে গলিয়ে,
করি হরিগুণ গান॥

কৃপাসিন্ধুবিন্দুপ্রদানে মুরারে
কর ত্রাণ পাপী জনেরে নিদানে। *
সদা পাপতাপে দহে এ শরীরে
বিনা দেব গোপাল কে আর তারে॥
সদাকাল কাল প্রচণ্ডের দর্পে
দহে প্রাণ শঙ্কাজ্বরে মর্ত্ত্যলোকে।

* সংস্কৃতানুযায়ি অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দো বিশেষ।

ব্রজেশের ভাবে ক্ষণে না মজে চিৎ
কি রূপে ধরিত্রীতলে ত্রাণ পাবে ॥
কি ভাবে ত্রিভঙ্গে বিরাজেন বিশ্বে
মহাকাল ব্রহ্মা সদা ভোর ভাবে।
কদা না স্মরে প্রাণ সে বিশ্বকান্তে
তবে রে হবে ত্রাণ শেষে কি রূপে ॥
সদা প্রাণ চিন্তানলে দগ্ধ মর্ত্ত্যে
তব প্রেমভাবে কবে পাব চিত্তে।
তব প্রেম বিশ্বে কৃপাবান যারে
ভবে সে সদা ভাসমান প্রমোদে ॥

এই রূপে তিন দিন নগরে নিয়ত।
অহর্নিশ মহোৎসব হয় ক্রমাগত ॥
অনন্তর সাঙ্গ হল সেই মহোৎসব।
সকলে চলিল করি জয় জয় রব ॥
সেই রাজধানী ধাম নাম বৈশ্রবণ।
মহামানী মহাজ্ঞানী সাধু এক জন ॥
প্রেমের প্রকৃতি তার নন্দিনী হইয়ে।
অবতীর্ণ হইলেন ভূতলে আসিয়ে ॥
যে দিনে প্রেমের হল জনম গ্রহণ।
সেই দিনে প্রকৃতির হইল জনন ॥

সামান্য প্রকৃতি এতো কভু নয় নয়।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী যাঁহার আলয়॥
নানা দেশে নানা বেশে নানাবিধ ভাবে।
বিরাজ করেন সদা অখণ্ড প্রভাবে।—
ভাবিলে ভাবুক জন ভোর হয় ভাবে॥
পতি ত্যজি সতী কি রয় রে একাকিনী।
ভ্রমরে ত্যজিতে কি রে পারে কমলিনী॥
ফণী কি ত্যজিয়ে মণি ধরে রে জীবন।
প্রেমের লাগিয়ে তাঁর শরীর ধারণ॥
প্রেম মাত্র প্রকৃতি সতীর প্রাণপতি।
প্রেম বিনা প্রকৃতির নাহি কোন গতি॥
প্রেম বিনা প্রকৃতিরে কে করে সাধনা।
প্রেম বিনা প্রকৃতিরে কে করে ভজনা॥
প্রেম বিনা প্রকৃতির মর্ম্ম জানে কেবা।
প্রেম বিনা প্রকৃতির কে করে রে সেবা॥
সেই প্রকৃতির রূপ কে করে বর্ণন।
বিশ্বের লাবণ্য লয়ে হল বা সৃজন॥
যতেক ভাবুক জন বুঝ অন্তরে।
বিশ্বপ্রকৃতিতে ইহা অবশ্য সম্ভবে॥

ধন্য সেই বিধিরে রচিল যে এ নিধি।
নিজে অনুরাগ বুঝি এরূপের বিধি॥
প্রেমজন্মখণ্ডকথা বিস্তার বিবৃত।
প্রকৃতির জন্মকথা সংক্ষেপে রচিত॥
হইবে দ্বিরুক্তি দোষ হবে রসহীন।
এই হেতু রচনায় হইলাম দীন॥
আমি রচনায় ধনী নহি এভূতলে।
দৈন্য দশা আমার প্রকাশ সর্ব্বস্থলে॥
বিশেষত এই স্থলে বড় দৈন্য ভাব।
মূঢ়ের বাক্যে কি বাড়ে প্রকৃতিপ্রভাব॥
সুদীন দ্বারকানাথ কি বুঝিবে মর্ম্ম।
কুশি কি বুঝিতে পারে দিনকর ধর্ম্ম॥

প্রকৃতি-প্রেম।

লীলা-খণ্ড।

প্রথম সর্গ।

দেখ রে!— শ্যামের বামে দাঁড়াল কিশোরী,—
কি শোভা আমরি।—
বড় সাধ রূপরাশি রাখি হৃদি ভরি॥
মরি কি মধুর বেশ, ভাবেতে ভুলায় দেশ,
যদি কভু হই শেষ, গুণগান করি।
গগণের এক চাঁদ, এ চাঁদে যুগল ছাঁদ,
মনোমৃগ ধরা ফাঁদ, সাধ গলে পরি।—
সে চাঁদের সুধাআশে, চকোর বেড়াক পাশে,
এ চাঁদেরে ভাল বাস বাসনা চকোরি॥ ধ্রুং॥

যদি লোকে ভাবে প্রেমে দেব অবতার
তবে তাঁর নরলীলা করা হয় ভার॥
এই হেতু মহামায়া করিয়ে বিস্তার।
সেই ভাব ভুলাইয়ে দেন সভাকার॥
অনন্তর দিনে দিনে বাড়েন কুমার।
সিতপক্ষে শশীর যেমন ব্যবহার॥

রাণীর আনন্দ আর ধরে না অন্তরে।
নীর হলে উথলিয়ে পড়িত অন্তরে॥
কভু রাণী বক্ষঃস্থলে রাখেন কুমার।
গৌরীবক্ষঃস্থলে যেন অসিত কুমার॥
কভু স্তন দেন তাঁর বদন কুহরে।
নীলমণি শোভে যেন হিমাদ্রি শিখরে॥
চুম্বন করেন কভু শ্রীমুখমণ্ডলে।
পদ্ম ইন্দীবর যেন মেলে এক স্থলে॥
নিদ্রা হলে শয্যায় শোয়ান ধীরে ধীরে।
নীলোৎপল শোভে যেন নিরমল নীরে॥
কখন রাজার কোলে দেন স্মিতমুখে।
প্রেমে কোলে পেয়ে রায় মত্ত প্রেমসুখে॥
যেমন কৌশল্যা রাণী অতি সযতনে।
দশরথকোলে দেন রাজীবলোচনে॥
এই রূপে রাজা রাণী পেয়ে পুত্রধন।
নিরন্তর প্রেমানন্দসাগরে মগন॥
অনন্তর ছয় মাস হইলে পূরণ।
অতি সমারোহ করি দেন অন্নাসন॥
হয়েছে রে শ্রীপ্রেমদেবের অবতার।
এই হেতু প্রেমচন্দ্র নাম হল তাঁর॥

নিত্য হয় কৌমারে নূতন ভাবাবেশ।
রঙ্গভূমে নট যেন ধরে নানা বেশ॥
হাঁটিতে শেখেন দেব জানু আর করে।
হেরি রাজা রাণী অতি সুখিত অন্তরে॥
উঠিতে লাগিল ক্রমে দন্তপাঁতি তাঁর।
নীলোৎপলে শোভে যেন মাণিকের হার
তদন্তর পদব্রজে শেখেন হাঁটিতে।
দুই তিন পদ জান পড়েন ভূমিতে॥
ক্রমে ক্রমে পদ শক্ত হইল যখন।
নাচিয়ে নাচিয়ে দেব বেড়ান সঘন॥
প্রতি পদে হয় যেন সুধা বরষণ।
হেরিলে মোহিত হয় ভাবুকের মন॥
কোলেতে ধরিয়ে তাঁরে রাখা হয় দায়।
ধেয়ে যান অতি দূরে কেবা ধরে তাঁয়॥
ধর ধর করি রাণী পাছে যান যত।
হাসিয়ে হাসিয়ে দেব দূরে যান তত॥
শেষে রাণী নানা মত দেখাইতে ভয়।
শঙ্কা পেয়ে তখনি ফেরেন প্রেমময়॥
ভুজপাশে মাতৃগলে ধরেন সত্বরে।
নীলমণি-লতা যেন হৈমবৃক্ষোপরে॥

একে রূপরাশি তায় বেশ মনোলোভা।
রসায়নে হেমের কি বাড়েনাক শোভা॥
মণিময় মুকুট শিরে কি শোভাকর।
নীলাচলশিরে যেন সুমেরুশিখর॥
গলে দোলে মনোহর মণিময় হার।
কাশীতে করেন যেন জাহ্নবী বিহার॥
বলয় যুগল করে কিবা শোভা করে।
ভাস্কর মণ্ডল যেন বেড়েছে পুষ্করে॥
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে চরণে নূপুর।
আর নানা অভরণসিঞ্জন মধুর॥
যেমন প্রভাত কালে এক নগবরে।
নানাবিধ খগকুল কল গান করে॥
অনন্তর আধ আধ স্ফুরিল বচন।
চাঁদ হতে ক্ষরে যেন অমৃত কিরণ॥
সবে বলে সুধার আধার রত্নাকরে।
আমি বলি শুধু প্রেমবদনকুহরে॥
একথাটি নিতান্ত কবির ভাব নয়।
ভাবে বুঝ যতেক ভাবুক মহাশয়॥
এই রূপে প্রেম দেব জন্মিয়ে ভূতলে।
নরলীলা করিয়ে বঞ্চেন কুতূহলে॥

পরে পৌগণ্ড উদয়। ২
হেরি রাজা রাণী অতি প্রফুল্লহৃদয়॥
ক্রমে প্রত্যঙ্গ সকল। ২
দিনে দিনে হয় দেখি সুদৃঢ় সবল॥
কিবা মধুর মূরতি। ২
হেরিলে মোহিত হয় মনসিজ রতি॥
চান যে দিকে যখন। ২
সেই দিকে হয় যেন পুষ্প বরষণ॥
মরি হাসির কি রঙ্গ। ২
দামিনী মার্জ্জিত যেন জাহ্নবীতরঙ্গ॥
যত শিশুর সহিত। ২
করেন কতই খেলা হইয়ে মোহিত॥
দেব করেন এ পণ। ২
স্কন্ধে বয়ে লয়ে যাব জিনিবে যে জন॥
শেষে আপনি হারিয়ে। ২
নরের শিশুরে স্কন্ধে করেন হাসিয়ে॥
দেখ প্রেমের প্রভাব। ২
বিশ্বের আশ্রয় হয়ে তাঁহার এ ভাব॥
তাঁর সকলি সমান। ২
ব্রাহ্মণ শ্বপচ আর দীন ধনবান॥

দেন সকলে আশ্রয়। ২
রিপুবশ জন কিন্তু তাঁর প্রিয় নয়॥
দেখি বিশেষ তাঁহার। ২
একেবারে পরিত্যজ্য ক্রোধ অহঙ্কার॥
ক্রোধ অহঙ্কার যথা। ২
প্রেমের না হয় বাস এক তিল তথা॥
কিবা উদার চরিত। ২
নির্ম্মল জাহ্নবীজলে বুঝি বা রচিত॥
যার উদার স্বভাব। ২
তার সঙ্গে দেখি তাঁর অতিশয় ভাব॥
তায় এমনি আসঙ্গ। ২
এক তিল প্রেম না ত্যজেন তার সঙ্গ॥
যত সুজন সুমতি। ২
প্রেমেরে দেখিবা মাত্র প্রেমে মত্তমতি॥

প্রেমের পৌগণ্ড কাল হেরি মহীপতি
বিদ্যাশিক্ষা হেতু তাঁর যত্নবান অতি॥
রাজবিদ্যামন্দিরে করেন নিয়োজন।
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শিক্ষকসদন॥
অতি রাগে পড়ান শিক্ষক মহাশয়।
এক দিনে হল তাঁর বর্ণ পরিচয়॥

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত নিচয়।
ছন্দঃ শাস্ত্র, জ্যোতিষ, বেদাঙ্গ এই ছয়
ঋক, সাম, যজু, আর অথর্ব্ব বিস্তার।
এই চারি অম্নায় সকল শাস্ত্রসার॥
মীমাংসাদি দরশন, ন্যায় সমুদয়।
মনু আদি ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ নিচয়॥
আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, সঙ্গীত সুরস।
অর্থশাস্ত্র, সহ এই বিদ্যা অষ্টাদশ॥
অতি অল্পকালে দেব শেখেন সকল।
পৌগণ্ডেই হল তাঁর ব্যুৎপত্তির বল॥
শিল্প আর কল যন্ত্র আদি বিদ্যা যত।
অতি অনুরাগে প্রেম শেখেন সতত।
অনন্তর নানা ভাষা অভ্যাস নিরত॥
প্রেমের পাঠের প্রেম কি বলিব আর।
ভাবে বুঝ যিনি নিজে প্রেম অবতার॥
বুদ্ধির কি কব কথা অতি চমৎকার।
সমীর সমান প্রবেশিকাশক্তি তার॥
কুমারের বোধগম্য হইতে না পারে।
এমন বিষয় নাই এ তিন সংসারে॥

গুরু তাঁরে দিবা মাত্র কোন উপদেশ।
অমনি তাহাতে তাঁর বুদ্ধির প্রবেশ॥
যেন এক বিন্দু তৈল এক পাত্র জলে।
দিবা মাত্র ব্যাপ্ত হয় তার সর্ব্ব স্থলে॥
অতি শ্রুতিধর প্রেম অতি শ্রুতিধর।
এক বার শুনিলেই শেখেন সত্বর॥
প্রেমের পাঠেতে গুরু বিমোহিত অতি।
ভাবে একি বিদ্যা নাকি ধরিল মুরতি॥
নহে কার সাধ্য এই পৃথিবী ভিতরে।
এত অল্পকালে সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা করে॥
অহর্নিশ বিদ্যাভ্যাসে রত প্রেমধন।
এক তিল বৃথা কাজে না হয় হরণ॥
বিদ্যা জপ বিদ্যা তপ বিদ্যা মাত্র সার।
বিদ্যা বিনা বৃথা চিন্তা নাই আর তাঁর॥
পতিচিন্তা যেমন প্রোষিত পতিকার॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হলেন কুমার।
গুরুগৃহে বিদ্যালয়ে বাস অনিবার॥
বয়সের পরিপাকে লোকে বৃদ্ধ হয়।
বাল্যকালে বৃদ্ধতম হন প্রেমময়॥

বিশেষ প্রকৃতিরূপ পুস্তক পঠনে।
অতিশয় অনুরাগ তাঁর সর্ব্বক্ষণে॥
সেই রাজবিদ্যালয়ে প্রকৃতি সুন্দরী।
আইলেন শিক্ষা হেতু দেশ আলো করি॥
জন্মেছেন প্রকৃতির তুল্য রূপ ধরি।
এই হেতু হল নাম প্রকৃতি সুন্দরী॥
ফলে বিশ্বপ্রকৃতিতে রচিত সে রূপ।
অনুপম ত্রিভুবনে অতি অপরূপ॥
বিরচিত সুধাকরে বদনমণ্ডল।
বিরচিত ইন্দীবরে নয়ন যুগল॥
বিরচিত ওষ্ঠাধর পক্কবিম্ব ফলে।
বিরচিত কপোল যুগল শতদলে॥
বিরচিত তিল ফুলে নাসা মনোহর।
বিরচিত সনাল-কমল-দলে কর॥
বিরচিত কটিদেশ হরিমধ্যদেশে।
বিরচিত উরুযুগ কদলী বিশেষে॥
বিরচিত করশাখা দিয়ে চাঁপাকলি।
বিরচিত স্বর দিয়ে কোকিলকাকলি॥
বিরচিত বর্ণ তাঁর দিয়ে স্বর্ণসার।
বিরচিত চপলা-লতায় হাসি তাঁর॥

বিরচিত কিবা ধরে বেণীর বলনী।
লম্বমান ফণী যেন শিরে ধরি মণি।
করেছেন পরিধান কিবা নীলাম্বর।
নবীন নীরদে যেন ঢাকে সুধাকর॥
মণিময় মণ্ডনে মরি রে কিবা বেশ।
রূপের ছটায় তাঁর আজি হাসে দেশ॥
মরালগমনে বালা আসি ধীরে ধীরে।
শিক্ষকেরে প্রণাম করেন নতশিরে॥
ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী যিনি ব্রহ্মাণ্ড আধার।
প্রণাম করেন নরে একি চমৎকার॥
যিনি জগতের গুরু নরগুরু তাঁর।
ভগবত্প্রকৃতির লীলা বুঝা ভার॥
সবে বলে হেরিলাম একি অপরূপ।
বুঝি কোন স্বর্গদেবী ধরিল একপ॥
কেহ বলে বোধ হয় আমার অন্তরে।
বুঝি বা মধুর রস এই বেশ ধরে॥
শিক্ষক পড়ান তাঁরে অতি হৃষ্টমনে।
প্রকৃতি প্রেমের সম শেখেন যতনে॥
পরিশ্রম করি কন্যা প্রেমদেব প্রায়।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হলেন ত্বরায়॥

গুরু অতি সবিস্ময় বুদ্ধি দেখি তাঁর।
ভাবেন এমন সাধ্য প্রেম বিনা কার॥
প্রেম সম প্রকৃতির সকল প্রভাব।
রূপ বল গুণ বল সব সম ভাব॥
যদি এই কন্যাদান হয় এ কুমারে।
তবে আমি বিবেচক বলি বিধাতারে॥
নহে এই নবঘন সাজিবে কেমনে।
এই সৌদামিনী বিনে এভবভবনে॥
প্রেম বুঝি গগণের নব জলধর।
এই সৌদামিনী লোভে এই মূর্ত্তিধর॥
প্রকৃতি প্রেমেতে তথা গোপনে মিলন
উভয়ের পূর্ব্বকথা হইল স্মরণ॥
ভাবভরে ভোর তনু লোমাঞ্চ শরীর।
প্রেমে আঁখি ছলছল বহে প্রেমনীর॥
হইল সাত্বিক ভাব উদয় ত্বরায়।
উভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন ধরায়॥
ক্ষণেক বিলম্বে দোঁহে চেতন হইয়ে।
উভয়ে উভয় পানে রহেন চাহিয়ে॥
বদনকমলে কারো বচন না সরে।
কহেন প্রকৃতি সতী গদগদ স্বরে॥

প্রাণনাথ তোমার বিচার কিবা কব।
এত কাল ভুলেছিলে অধীনীরে তব ॥
প্রেমচন্দ্র কন তাঁর অধর ধরিয়ে।
ভুলিতে পারি কি আমি তোমারে হে প্রিয়ে ॥
তুমি মোর ধ্যান জ্ঞান জীবনের সার।
তুমি মোর জপ তপ কি কহিব আর ॥
তোমার মহিমা শুধু বাড়াতে ভূতলে।
ধরিলাম নরজন্ম অতি কুতূহলে ॥
প্রকৃতি কহেন নাথ তোমার কারণে।
আমিও কি নরজন্ম না ধরি ভুবনে ॥
শুধু তব প্রেমে বশ জানাইতে লোকে।
ধরিলাম নারীবেশ আমি এ ভূলোকে ॥
এরূপে প্রকৃতি প্রেমে হইয়ে মিলন।
নানামতে উভয়ের হয় আলাপন ॥
দেখিতে দেখিতে বেলা হইল গগণে।
গৃহে যান বিধুমুখী সজল নয়নে ॥
প্রিয়েরে করিয়ে দান নিজ প্রাণ মন।
শূন্য প্রাণে শূন্য মনে এলেন ভবন ॥
যদি বল প্রাণ মন সমর্পণ করি।
কেমনে বাঁচিবে তবে প্রকৃতি সুন্দরী ॥

শুধু মাত্র আশারূপ ঔষধ সেবিয়ে।
বিধুমুখী রহিলেন তখন বাঁচিয়ে ॥
সখীসহ খেলারসে দিন গেল বাসে।
মন কিন্তু রহে তাঁর সদা প্রেম পাশে ॥
যেন অকপট ভক্ত বিহরে ভুবনে।
মন রাখি নিরন্তর সাধনের ধনে ॥
নিশা গেল প্রাণপ্রিয় প্রেম রূপ ধ্যানে।
হইলেন বিধুমুখী মহাসুখী প্রাণে ॥

প্রকৃতি-প্রেম।

লীলা-খণ্ড।

দ্বিতীয় সর্গ।

সজল জলদ বিনে সাজে কি দামিনী।
স্থধাকর কর বিনে সাজে কি যামিনী॥
নটবর বংশীধারী, বিনে কি সাজে রে প্যারী,
"রসবৃন্দাবনে আসি রাসবিলাসিনী।
কত মত রসখেলা, হাব ভাব লীলা হেলা,
ভুবন ভুলিল তায় ভাবআবেশিনী।
প্রেমচাঁদ বিনে তবে, প্রকৃতি কি সাজে ভবে,
মিলিলেন নাথপাশে সে গজগামিনী। ধ্রুং॥

রজনী অবসান রে।
পিককুল প্রভাতমঙ্গল করে গান রে॥
তায় প্রাচী দিগীশ্বরী, বুঝি নিদ্রা ভঙ্গ করি,
প্রাণপতি স্বভাবেরে করেন আহ্বান রে।
ভালে রক্তমণি জ্বলে, সকলে বালার্ক বলে,
কার সাধ্য তার ভাব করিতে সন্ধান রে॥
বন্ধু হেরি মহোৎপল, ভাবে তনু ঢল ঢল,
মনোস্থখে নীরে ভাসে স্বহাস্য বয়ান রে।

মধুকর মধুকরী, গুন্‌গুন্ রব করি,
বুঝি ফালগুণ গেয়ে করে মধু পান রে ॥
নানা পক্ষী নানা স্বরে, কিবা কলধ্বনি করে,
বুঝি তারা প্রকৃতির করিছে ব্যাখ্যান রে।
বহে মন্দ গন্ধবহ, দ্বারে দ্বারে অহরহ,
প্রভাতের সমাচার করে বুঝি দান রে॥
নবদূর্ব্বাদলোপরি, নীহার কি শোভা মরি,
যেন নীল নারীশিরে স্বেদের সমান রে।
বুঝি বা প্রকৃতি সতী, ভাবে ভোর হয়ে অতি,
প্রেমঅশ্রুপাত করে হয় অনুমান রে॥
ভাবুক গায়কে রাগে, অপূর্ব্ব রাগিণী রাগে,
হরিগুণ গায় কিবা তুলিয়ে সুতান রে।
বাজে কি শ্যামের বাঁশী, কিবা একি সুধারাশি,
কিবা পিক কাকলী না হয় ভেদ জ্ঞান রে॥
গোপাল গোধন লয়ে, আনন্দে মগন হয়ে,
মুরলী বাজায়ে করে গোঠেরে প্রয়াণ রে।
এভাব দেখিলে পরে, মনে পড়ে নটবরে,
মনে পড়ে গোষ্ঠলীলা হরে মনঃপ্রাণ রে॥
যত চোর নিশাচর, হেরি প্রভাকরকর,
সচকিত হয়ে সবে করিছে প্রস্থান রে।

মহাপাপী মৃত্যুকালে, যেমন দেখিলে কালে,
ভয়ে থরথর করি হয় কম্পমান রে॥
জীবের চঞ্চল চিত, থাকে স্থির প্রফুল্লিত,
করে জীব নানা মত কর্ম্মের বিধান রে।
বুঝি এই কালে মন, অমূল্য যৌবন ধন,
পাইয়ে হয় বা নানা গুণের নিধান রে॥
ভুবনের নারী নরে, অঙ্গ সংস্কার করে,
কেহ বা ব্যায়াম করে কেহ করে স্নান রে।
বুঝি রাত্রি সহবাসে, ধরা ত্যজি রাত্রিবাসে,
করেন নূতন বাস ভূষা পরিধান রে।—
মনোহর বেশ ধরি, আলোক বসন পরি,
জাগিল স্বভাব যেন হয়ে মূর্ত্তিমান্ রে॥

তারা অলঙ্কার আর শশী চূড়া পরি।
কিবা বেশ ধরেছিল শর্ব্বরী সুন্দরী॥
বিরলে পাইয়ে ধীরবেশে সে স্বভাবে।
তুষেছিল এই বেশে নানা হাব ভাবে॥
দিবা আগমনে দেব চঞ্চল হইয়ে।
চলিলেন রাজকার্য্যে নিশারে ত্যজিয়ে॥
প্রিয়ের বিরহে নিশা বিষাদে মজিয়ে।
চূড়া আর অলঙ্কার রাখেন খুলিয়ে॥

নিশা অবসান দেখি প্রকৃতি সুন্দরী।
উঠিলেন মনোসুখে শয্যা পরিহরি ॥
করেতে পুস্তক লয়ে মনোহর বেশে।
বিদ্যালয়ে চলিলেন প্রিয়ের উদ্দেশে ॥
কতক্ষণে যাব রে ভাবেন বিনোদিনী।
আসন্ন বর্ষায় আরো ডাকে চাতকিনী ॥
এখানেতে প্রেমচন্দ্র অভিসার করি।
ভাবিছেন কখন আসিবে প্রাণেশ্বরী ॥
হেন কালে ধীরে ধীরে প্রকৃতি সুন্দরী।
আসিছেন মরি কিবা রম্য বেশ ধরি ॥
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হয় শ্রীমুখে তাঁহার।
চাঁদ কি পরিল আজি মুকুতার হার ॥
দুলিছে দীঘল কেশ নিতম্ব উপরে।
রাগ কি চামর করে পূর্ণ সুধাকরে ॥
ঝলমল করে কিবা বিচিত্র অঞ্চল।
শিখী কি রে পুচ্ছ ধরি নাচে অবিরল ॥
উরোজ উপরে দোলে মণিময় হার।
সুমেরুশিখরে কি রে জাহ্নবীবিহার ॥
মরি কি রূপের ছটা কি বলিব আর।
বিধি কি করিল শূন্য রূপের ভাণ্ডার।

এই রূপে চারুশীলা মনোহর বেশে।
আইলেন প্রেমপাশে মহা প্রেমাবেশে॥
আস্তে ব্যস্তে প্রেমচন্দ্র গাত্রোত্থান করি।
অভ্যর্থনা করিলেন তাঁর কর ধরি॥
মুখ সুধাকর তাঁর মুছাইয়ে বাসে।
বদন চুম্বন করি বসালেন পাশে॥
কি কব তাহার শোভা ভুবনমোহন।
যমুনা জাহ্নবী যেন হইল মিলন॥
প্রকৃতির প্রেমে প্রেম অধীর হইয়ে।
ধীরে ধীরে কন তাঁর অধর ধরিয়ে॥
শুন শুন বিনোদিনি মোর নিবেদন।
প্রাণে কি সয় হে তব বিরহবেদন॥
পলকে প্রলয় জ্ঞান হয় হে আমার।
তোমা বিনে বোধ হয় সব অন্ধকার॥
যখন তোমার রূপ না পাই দেখিতে।
তখন তোমার রূপ ধ্যান করি চিতে॥
মনোমণিমন্দিরে হৃদয়সিংহাসনে।
রাখিয়ে তোমারে দেখি আবেশ নয়নে॥
তোমা বিনে ত্রিভুবনে কে আছে আমার।
কেবল তোমার প্রেম করেছি হে সার॥

কেবল আমার তুমি শুন রসবতি।
কেবল তোমার প্রেমে হইয়াছি ব্রতী॥
ভোজনে ভ্রমণে আর শয়নে স্বপনে।
প্রিয়ে তব রূপ জাগে সদা মোর মনে॥
অনুরাগ বর্ণে আর ভাব তুলিকায়।
চিত্তপটে চিত্র করি রেখেছি তোমায়॥
যে দিকে পড়ে হে প্রিয়ে আমার নয়ন।
সেই দিকে তব রূপ হয় দরশন॥
অন্তর বাহিরে আমি হেরি হে তোমারে
হাসি হাসি বিশ্বময়ি বিরাজ সংসারে॥
যখন যে অঙ্গে তব পড়ে হে নয়ন।
ভাবভরে ভোর হয় তনু আর মন॥
যখন পড়ে হে আঁখি তব কেশপাশে।
উদয় জলদজাল অন্তর আকাশে॥
জলদের গুণে মন হয় হে মোহিত।
উদয় হয় হে মনে ভাব অপ্রমিত॥
শিশুর লইয়ে অর্থ যেন বিদ্যাগার।
বিদ্যা শিক্ষা হেতু দান করে পুনর্ব্বার॥
সেই রূপ অবনির হিতের কারণ।
এ কৌশল করিলেন আপনি তপন॥

শোসন করিয়ে নীর সৃষ্টি করি ঘন।
বৃষ্টি রূপে পুন দেব করেন বর্ষণ॥
তাহে নানাবিধ শস্য জনমে ধরায়।
জীবের জীবন রক্ষা হয় হে তাহায়॥
এরূপে যে অঙ্গে তব দৃষ্টিপাত হয়।
তাহে কত ভাব মনে হয় হে উদয়॥
কখন পুরুষ তুমি কখন প্রকৃতি।
নানা দেশে নানা বেশে ধর হে আকৃতি॥
যখন পুরুষ ভাব ধর ধরাতলে।
নিসর্গ স্বভাব বলে তোমারে সকলে॥
ত্রিভুবনসার ধন তুমি রসবতি।
তোমা বিনে কার সাধ্য চালায় জগতী॥
তোমা বিনে জীব কি ধরিতে পারে প্রাণ।
তোমা বিনে জীব কি পায় হে অন্ন পান॥
তোমা বিনে কে আর জুড়ায় প্রাণ মন।
তোমা বিনে কে করে হে শীতল নয়ন॥
তোমা বিনে কে করে হে বাক্‌শক্তিদান।
তোমা বিনে কেবা দান করে বুদ্ধি জ্ঞান॥
তোমা বিনে চলে বলে বল সাধ্য কার।
কেবল তোমার বলে চলে এ সংসার॥

তোমারে না চেনে যেবা বৃথা প্রাণ তার।
বৃথা জন্ম বৃথা তনু শুধু মাত্র ভার॥
তোমারে ত্যজিয়ে যেবা অন্য রস গায়।
তারে কি হে কবি বলি কপি বলি তায়॥
তোমা বিনে রস আর আছে হে কোথায়
তব সম শোভা আর আছে কি ধরায়॥
বিষয়বাসনা যেন ত্যজি নিত্যধন।
তোমা বিনে অন্য রস বর্ণন তেমন॥
যে জন করে হে সদা বর্ণন তোমারে।
মহীমান্য মহা কবি বলি হে তাহারে॥
ধন্য জন্ম ধন্য তনু ধন্য শক্তি তার।
বসুন্ধরা কীর্ত্তিকাঞ্চী পরিল যাহার॥
সর্ব্বশাস্ত্রসার তুমি সর্ব্বশাস্ত্রসার।
তব গুণ গানে শুধু শাস্ত্রের প্রচার॥
বিদ্যালয়ে যত শাস্ত্র করেছি পঠন।
সর্ব্বশাস্ত্রে শুধু তব গুণসঙ্কীর্ত্তন॥
শাস্ত্র পড়ি তোমারে না চেনে যে অধম
অতি মূর্খতম সেই অতি মূর্খতম॥
পাঠের কিছুই ফল হয় নাই তার।
শুধু মাত্র দেখি তার কর্ম্মভোগ সার॥

যে শাস্ত্রে তোমার গুণ না হয় কীর্ত্তন।
সেই শাস্ত্র শাস্ত্র বলি না হয় গণন ॥
নরকৃত কল যন্ত্র শিল্প আদি করি।
তুমি সকলের মূল ওহে প্রাণেশ্বরি ॥
তোমার আশ্রয় বিনে বল সাধ্য কার।
কল যন্ত্র শিল্প আদি করে আবিষ্কার ॥
ভক্তি বিনে মুক্তিলাভ না হয় যেমন।
তোমা বিনে নরবুদ্ধি স্ফুরে না তেমন ॥
যে জন করিল ভবে তোমার সাধন।
সফল জীবন তার সফল জীবন ॥
অতি সুখী সেই জন উদারস্বভাব।
এ সংসারে নাই তার কিছুর অভাব ॥
সেই জ্ঞানী সেই মানী সেই ধনী অতি।
সেই ধন্য সেই গণ্য সেই সাধুপতি ॥
কি কব ভাগ্যের কথা আমি আর তার।
অলঙ্কার অহঙ্কার সেই বসুধার ॥
জীবনে বিমুক্ত হয়ে রয় হে সে জন।
শোক তাপ পাপ তায় না হয় স্পর্শন ॥
তাই হে তোমারে ভজি হব ভবজয়ী।
তুমি সকলের মূল তুমি ব্রহ্মময়ী ॥

প্রিয়ে তব প্রেম সম, ধন কিবা আর।
ত্রি-সংসারে অনুপম, কিবা শোভা তার॥
কিবা শোভা পায় মণি, রমণীর গলে।
কিবা শোভা পায় ধনী, পারিষদ দলে॥
কিবা শোভা পায় বেশ, চারু কলেবরে।
কিবা শোভা পায় দেশ, প্রাসাদ নিকরে॥
কিবা শোভা পায় অসি, বীববরকরে।
কিবা শোভা পায় মসী, সুচ্ছন্দ অক্ষরে॥
কিবা শোভা পায় শিশু, রত্নআভরণে।
কিবা শোভা পায় ইষু, সুরাসুররণে॥
কিন্তু তব প্রেমে যার, আঁখি ভাসে জলে।
তার সম শোভা আর, কি আছে ভূতলে॥
তোমার প্রেমের পাশে, বাঁধা যার মন।
নিত্য নিত্য সুখে ভাসে, সেই মহাজন॥
স্বর্গ-সুখ ভোগ তার, হয় হে ধরায়।
তার সম সুখী আর, কে আছে কোথায়॥
শুনিয়ে প্রিয়ের বাণী, ঈষদ্ হাসিয়ে।
কহেন প্রকৃতি রাণী, অমৃত সিঞ্চিয়ে॥
বল বল প্রাণেশ্বর, বল দাসী জনে।
স্বর্গ-ভোগ করে নর, ভূতলে কেমনে॥

স্বর্গ কারে বলে, বল, বল প্রাণধন
মন অতি সচঞ্চল, করিতে শ্রবণ ॥
প্রেম কন চারুশীলে, কি প্রশ্ন করিলে।
মন মোর মজাইলে, অমৃতসলিলে ॥
করিলে পরম সুখী, প্রেয়সি আমারে।
শুন তবে সুধামুখি, স্বর্গ বলে যারে ॥

মিথ্যা বাণী, ধর্ম্মহানি, রিপুর প্রভাব।
খল চিত্ত, বহু বিত্ত, অতি দীনভাব ॥
পরদ্রোহ, লোভ, মোহ, ব্যভিচার দোষ।
অতি ভোগ, খল রোগ, ক্ষোভ, অসন্তোষ ॥
অভিশাপ, শোক, তাপ, অকাল মরণ।
অহঙ্কার, স্বেচ্ছাচার, পরস্ব হরণ ॥
দ্বেষ, ক্রোধ, ভক্তিরোধ, পরপরিবাদ।
পক্ষপাত, আত্মঘাত, বাদ বিসম্বাদ ॥
উপকার-অস্বীকার, শুদ্ধ স্বার্থ তত্ত্ব।
মিথ্যা ভান, কুবিধান, কেবল অসত্য ॥
মূর্খ পুত্র, শঠ সূত্র, বিশ্বাসঘাতন।
কুমন্ত্রণা, প্রবঞ্চনা, মাদকসেবন ॥
শিষ্টমতি এক পতি, পত্নী বহুতরা।
শুভহরা দ্বন্দ্বপরা রমণী প্রখরা ॥

ভূমণ্ডলে, যেই স্থলে, নাই এ সকল।
সাধু বর্গ, তারে স্বর্গ, বলেন কেবল॥
প্রভুপ্রেম, দয়া, ক্ষেম, বিদ্যা জ্ঞানপ্রদা
গুণযুত, সাধু সুত, সুসাধ্বী প্রমদা॥
সুকবিত্ব নিত্য বিত্ত, বিশুদ্ধ সঙ্গীত।
সাধুসঙ্গ, সুপ্রসঙ্গ, সদা পরহিত॥
গুণযশ, শান্ত রস, মানিজনমান।
উপকার, পুরস্কার, জ্ঞানধনদান॥
চিত্তশুদ্ধি, সার বুদ্ধি, উদারস্বভাব।
শাস্ত্রজ্ঞান, সত্যধ্যান, স্বাধীনতা ভাব॥
ধৈর্য্য গুণ, সুনিপুণ-গুণীর গৌরব।
নিত্য ধর্ম্ম, ইষ্ট কর্ম্ম, বিদ্যার সৌরব॥
ভূমণ্ডলে, যেই স্থলে, আছে এ সকল।
সাধু বর্গ, তারে স্বর্গ, বলেন কেবল॥

কহেন প্রকৃতি সতী ঈষদ্ হাসিয়ে।
হাসির হিল্লোল ফাঁদে তড়িত ধরিয়ে॥
বুঝিলাম প্রাণনাথ ত্রিদিবের ভাব।
তথায় ত্রিদিব যথা সাধুর প্রভাব॥
স্বর্গ তবে আকাশের ঊর্দ্ধ দিকে নহে।
যথায় পবিত্র বস্তু তারে স্বর্গ কহে॥

নিজগুণে অধীনীরে বাড়ালে তেমন।
গুহকে করেন স্তুতি শ্রীরাম যেমন॥
আমি অতি মূঢ়মতি নীচাশয়া নারী।
তোমার মহিমা সীমা বলিতে কি পারি॥
ভগবত্প্রেম তুমি সংসারের সার।
প্রেম বিনে অখিল সংসার অন্ধকার॥
এই প্রেমে চলিতেছে অখিল সংসার।
এই প্রেমে পালে লোক নিজ পরিবার॥
এই প্রেমে সতী করে পতির সেবন।
এই প্রেমে পতি করে সতীর পালন॥
এই প্রেমে মাতাপিতা পুত্রহিতকারী।
এই প্রেমে নানা লোক নানা ভাবধারী॥
এই প্রেমে হয়ে থাকে দয়ার সঞ্চার।
এই প্রেমে করে লোক পরউপকার॥
এই প্রেমে গুরু শিষ্যে করে জ্ঞান দান।
এই প্রেমে শিষ্যগণ হয় জ্ঞানবান॥
যে শিষ্যের পাঠে নাই প্রেম অনুযোগ।
সেতো তার পাঠ নয় শুধু কর্ম্মভোগ॥
এই প্রেম হীন হলে তিলার্দ্ধ সংসার।
সব শব হয় কিছু নাহি থাকে আর॥

প্রেম বিনে নিত্য সুখ কে করিবে দান।
প্রেম বিনে ত্রিভুবনে কে জুড়ায় প্রাণ ॥
ধন জন কুল মান জীবন যৌবন।
তাই আমি প্রেমপদে করেছি অর্পণ ॥
সন্ন্যাসী হলেও যদি প্রেমলাভ হয়।
তাহাও স্বীকার করা অযুক্তিতো নয় ॥
ভবগুরু ভবদেব প্রেমলাভ আশে।
যোগসাধনায় রত শ্মশানআবাসে ॥
সংসারের যত ভোগ সব পরিহরি।
জটা ভস্ম অস্থিমালা ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরি ॥
নারদাদি মহাঋষি প্রেমের লাগিয়ে।
সতত ভ্রমেন ভবে সংসার ত্যজিয়ে ॥
প্রেম লাগি ত্যজে কুল যত ব্রজবধূ।
গৌরাঙ্গ সংসার ত্যাগী পেয়ে প্রেমমধু ॥
প্রেমদায় পতঙ্গ প্রদীপে পুড়ে মরে।
তবু কভু প্রেমরস ত্যাগ নাহি করে ॥
এই মহাধনে চেনে যেই মহাজন।
মহা বিঘ্ন ঘটিলেও না করে বর্জ্জন ॥
বাস যার স্বভাবশোভিত রম্য বনে।
সে কি ভয় করে কভু বনচরগণে ॥

প্রেমরসে যাহার না রসে মনঃ প্রাণ।
পশুর সমান সেতো পশুর সমান॥
নির্ম্মাণ হয়েছে প্রাণ পাষাণে তাহার।
ধরার ধরায় তারে কিবা ফল আর॥
প্রেমধন পেয়ে যেবা কুপথ ধরিল।
সেই এ পরম ধনে অশুচি করিল॥
তার সম পাপী আর কে আছে ধরায়।
কর্ম্মমত ফলভোগ হইবে ত্বরায়॥
এমন অমূল্য নিধি আছে কি ভুবনে।
গলায় গাঁথিয়ে পরি হেন লয় মনে॥
প্রেম বিনে প্রকৃতির কেবা আছে আর।
প্রেম বিনে কারে আর বলিব আমার॥
প্রেম বিনে প্রকৃতির কে পায় দর্শন।
প্রেম বিনে প্রকৃতিরে কে করে গণন॥
প্রেম বিনে প্রকৃতির কে রাখে হে মান।
প্রেম বিনে কে করে প্রকৃতিগুণগান॥
তাই মোর মনঃপ্রাণ মত্ত প্রেমমদে।
রতি মতি নতি গতি সব প্রেমপদে॥
জগতের কর্ত্তা যিনি শুদ্ধ প্রেমাধার।
প্রেম বিনে প্রিয় বস্তু নাই তাঁর আর॥

তাই বলি প্রেম তো সামান্য ধন নয়।
প্রেম ব্রহ্ম প্রেম ব্রহ্ম প্রেম ব্রহ্মময়॥
এরূপে দুজনে স্তুতি করেন দুজনে।
উভয়েরে উভয়ে বাড়ান যতনে॥
অনন্তর কিছু কাল থাকি বিদ্যালয়ে।
গুরু উপদেশে পাঠ করেন উভয়ে॥
ভোজনের সময় হইল অনন্তর।
প্রভাকরকর ক্রমে হয় প্রভাকর॥
শূন্য মনে নিকেতনে যান বিনোদিনী।
চাঁদেরে ত্যজিয়ে কি রে যায় চকোরিণী॥

প্রকৃতি-প্রেম।

লীলা-খণ্ড।

তৃতীয় সর্গ।

সরস বসন্ত ঋতু আইল ধরায় রে।
আহা মরি কিবে শোভা হইল তাহায় রে॥
পিককুল পঞ্চস্বরে, জগতের মনোহরে,
বুঝি তারা সেই স্বরে রাজগুণ গায় রে।
নবীন পল্লবভরে, শাখী সব শোভা করে,
ভুষিতে স্বভাবে বুঝি ধরে নব কায় রে॥
দ্বারে দ্বারে অহরহ, মন্দ বহে গন্ধবহ,
বসন্তের অধিকার জানাতে সবায় রে।
রসভরে সারি সারি, গান করে শুক শারী,
বুঝি তারা স্বভাবের মহিমা জানায় রে॥ ধ্রুং॥

বার দিয়ে বসিল বসন্ত ঋতুরাজ।
জগতের মনোহর করিয়ে সমাজ॥
সচিব কুসুমাবলি বন উপবন।
মলয় মারুত করে চামর ব্যজন॥
প্রধান গায়ক যাঁর বনপ্রিয়কুল।
শুনিতে যাহার গান জগত্ ব্যাকুল॥

মধুকর নিরন্তর করে গুন্‌গুন্।
সেতো বসন্তের বন্দী সদা গায় গুণ ॥
রাগ বীর সেনাপতি সমরে প্রচণ্ড।
যার করে শোভা করে সবাণ কোদণ্ড ॥
এই রূপ ভূপতির সম্পদ হেরিয়ে।
ভাবরসে রসা রাণী গেলেন গলিয়ে ॥
মহোল্লাসে প্রেমাবেশে হইয়ে অধরা।
নবীন যুবতী রূপ ধরিলেন ধরা ॥
শাখী সব নবীন পল্লবে সুশোভিত।
কত তরু মঞ্জরিল অতি শোভান্বিত।—
যেন নববধূ নানা ভূষণে ভূষিত ॥
বিকশিত হইল যতেক পুষ্পগণ।
সুরসুন্দরীর যেন হসিত বদন ॥
ফুটিল পলাশ ফুল কি শোভা তাহার।
রূপবান মূর্খসহ তুলনা যাহার ॥
ফুটিল মাধবীলতা অতি চমৎকার।
মাধব রাধার গলে পরান যে হার॥
ভুবনমোহন নাম ফুটিল অশোক।
যারে হেরি শোক তাপ ত্যজে যত লোক।—
কিন্তু বিরহীর মনে বাড়ে বড় শোক ॥

জগতের প্রিয় ফল আম্র সুধাসার।
এই কালে দেখা দেয় মুকুল তাহার॥
শাখীতে শাখীতে নানা বিহঙ্গের গান।
ভৃঙ্গের ঝঙ্কার তায় তম্বুরার তান॥
মুরলী সঙ্গত তায় কোকিলকাকলী।
এই রস বিনে আর সুধা কারে বলি॥
নীর অতি নিরমল হল এ সময়।
যেন স্বচ্ছ কাচমণি হল দ্রবময়॥
ঢলঢল করে জল মন্দ গন্ধবহে।
হেরি বিরহিণীর নয়নে নীর বহে॥
জুড়ায় জগত্জ্বালা জলের এগুণ।
এই কালে বিরহীর সে যেন আগুন॥
বুঝ লোক বিরহের * প্রভাব কেমন।
প্রকৃতিরে বিপরীত করে রে এমন॥
রাজহংস চক্রবাক সুখে জলে চরে।
নানা রঙ্গে জলকেলি করে জলচরে॥
ফুটিল কুমুদ ফুল ভুবনমোহন।
সুন্দরী রমণী যেন মেলিয়ে নয়ন॥

* বিরহ শব্দে যে কেবল নায়ক নায়িকারই বিচ্ছেদ বুঝায় এমত নহে, সমুদায় প্রিয় পদার্থ মাত্রেরই বিচ্ছেদ বুঝায়।

সরোবরে বিকশিত হইল নলিনী।
বদন প্রকাশি যেন পদ্মিনী কামিনী॥
প্রাণবঁধু মধুকর মধুপান করে।
নীলকান্ত মণি যেন সুবর্ণ উপরে॥
এই কালে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোল হয়।
সে ভাব বর্ণন করা কারো সাধ্য নয়॥
আছে মাত্র নবঘন দামিনী গগনে।
সে রূপ স্বরূপ তারা হইবে কেমনে॥
নবঘন অশ্রুপাত করিয়ে সঘন।
ধরা ত্যজি করে সদা শূন্যেতে ভ্রমণ॥
চপলা চঞ্চলা অতি কভু স্থির নয়।
ভাল করি কভু রূপ দর্শন না হয়॥
রাধাশ্যাম রূপের তুলনা আর তবে।
এতিন সংসারে বল কার সঙ্গে হবে॥
হেরি সে যুগল রূপ যত ভক্তগণ।
প্রেমরসপারাবারে হয় নিমগন।—
কমলে কমল যেন হেরিয়ে তপন॥
বসন্ত রাগিণী লোকে গায় মনোরঙ্গে
সুধাধিক রাধাশ্যামপ্রেমের প্রসঙ্গে॥

আবির খেলায় সবে মহারঙ্গে ভঙ্গে।
আবিরের কি শোভা হয়েছে শ্যাম-অঙ্গে॥
সজল জলদে যেন লোহিত জলদ।
কিবা যমুনার জলে যেন কোকনদ॥
বিন্দু বিন্দু চন্দন কি শোভা পায় ভালে।
তারা যেন তিমিরবসনা রাত্রিকালে॥
বিদ্যা, কাব্য, নৃত্যগীতকর্ত্রী যে রমণী।
এই জগতের যত গুণের জননী॥
এই কালে সেই বিদ্যাদেবী পূজা হয়।
শ্বেত মূর্ত্তিধরা দেবী ধরায় উদয়॥
শ্বেত বর্ণ, শ্বেত ভূষা, শ্বেত চূড়া, বাস।
অলকা তিলকা শ্বেত, শ্বেতপদ্মে বাস॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা তনু করে শ্বেত বীণা।
প্রিয় নাই কিছু তাঁর শুধু শ্বেত বিনা॥
বুঝি ত্রিলোকের চিত্ততিমির হরণে।
শ্বেত মূর্ত্তি ধরিলেন ভাবিয়ে ভুবনে॥
পশু পক্ষী খীট নর ভুজঙ্গ পতঙ্গ।
সরস বসন্তে বাড়ে সকলের রঙ্গ॥
সুখ পেয়ে দিন দিন বৃদ্ধি হয় দিন।
রসময়ী রাত্রি কিন্তু ক্রমে হয় ক্ষীণ॥

বিরহী জনের দুঃখে দুঃখিত হইয়ে।
বুঝি নিশা হন কৃশা ভাবিয়ে ভাবিয়ে ॥
কিবা বিরহীর ক্লেশ লাঘব কারণে।
নিজ পরিমাণ হ্রস্ব করেন ভুবনে ॥
যত জরা জীর্ণ রোগী হল রোগমুক্ত।
স্থবির জনেরো মন হল রসযুক্ত ॥
হইল তাহারা যেন নব্য পুনর্ব্বার।
ফিরিয়ে আইল কিবা যৌবন আবার ॥
সকলি নবীন বেশ বিশ্ববিমোহন।
যে দিকে ফিরাই আঁখি জুড়ায় জীবন।—
সুরসুন্দরীর যেন নবীন যৌবন ॥
এইরূপে রসা রাণী নবরসে ভাসি।
রসরাজ ঋতুরাজে ভেটিলেন আসি ॥
সসম্ভ্রমে ঋতুরাজ বসুধা রাণীরে।
অভ্যর্থনা করিলেন ভাসি প্রেমনীরে ॥
অনন্তর যতেক সংযোগী* এ ভুবনে।
প্রেমালাপ-কর তারা দিল জনে জনে ॥

* সংযোগী শব্দে কেবল স্ত্রীসহযোগীকে বুঝায় না, সমুদায় প্রিয়পদার্থ মাত্রেরই সহযোগীকে বুঝায়।

কিন্তু না পাইয়ে কর বিরহিমণ্ডলে।
পাঠান সসৈন্য রাগে শাসিতে সকলে॥
মহাদর্পে রাগ বীর আইলেন রঙ্গে।
মলয় মারুত শশী আদি সৈন্য সঙ্গে॥
বিজনতা দূতী দিল সংবাদ সত্বর।
কি কর বিরহিজন কর দান কর॥
করাদায়ে রাগ বীর এলেন আপনি।
রাগ আগমনে সবে শিহরে অমনি॥
কর দিতে না পারিয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে রয়।
নির্দ্দয় রাগের মনে দয়া নাহি হয়॥
কোদণ্ডে জুড়িয়ে বীর বিচেতন বাণ।
প্রহার করিয়ে সবে করিল অজ্ঞান॥
সহায় হইল শশী মলয় পবন।
কেমনে বাঁচিবে তবে বিরহিজীবন॥
দুই পক্ষে শশধর হয়ে জ্বলাতন।
এমন দুর্ব্বুদ্ধি তাই হয়েছে ঘটন॥
জগৎপ্রাণ হয়ে প্রাণ বধ সমীরণ।
তোমার এ রীতি কেন কহ না কারণ॥
হয়েছ দেবতা হয়ে বানরীর পতি।
হবে না হবে না কেন তোমার এ মতি॥

এরূপ মধুর মধুমাস হেরি
দিনরাজ অতি মোহিত মনে।
কিবা সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরি
হলেন উদয় স্মিতবদনে॥
বিশ্ব-অনুপম অতি দীপ্তিমান
মিহির মুকুট পরিয়ে শিরে।
স্বভাব সখারে সহিত লইয়ে
নিজ কাজে মন দিলেন ধীরে
শয়ন ত্যজিয়ে প্রকৃতি সুন্দরী
উঠিলেন কিবা প্রসন্ন মুখে।
প্রভাতের কাজ সারিয়ে সকল
ধরিলেন বেশ মনের সুখে॥
করেতে পুস্তক করিয়ে ধারণ
চলিলেন সতী পাঠশালায়।
একি রে চপলা মধুর মূরতি
ধরি কি ধরায় চলিয়ে যায়।
মন্থরগমনে গজেন্দ্রগামিনী
মিলিলেন আসি বঁধুর পাশে।
প্রাণপ্রেয়সীরে পাইয়ে নায়ক
কহিছেন কিবা মধুর ভাষে॥

দেখ ঋতুরাজ উদয়ে কেমন
হসিতবদন কুসুম বন।
প্রোষিতপতিকা প্রাণেশে পাইয়ে
প্রমোদে পূরিত হয় যেমন॥
চল চল ধনী প্রাণের প্রতিমে
ভুবনমোহন নিকুঞ্জ বনে।
কহেন সুন্দরী চল গুণমণি
হেরিয়ে জুড়াব নয়ন মনে॥
এত বলি দোঁহে চলেন অমনি
সে শোভা হেরিয়ে হাসে রে দেশ।
একি নব ঘন চাঁদ বেশে ভুমে
চপলা ধরিল রোহিণীবেশ॥
আসিয়ে দুজনে দেখেন তখন
স্বভাবপ্রসাদ পূরিত বনে।
কহেন নায়ক ও প্রাণসজনি
এমন শোভা কি আছে ভুবনে॥
নবীন মূরতি ধরিল ধরণী
সকলি নবীন বেশ ধরায়।
নবীন পল্লব ধরে শাখিচয়
ধরে জীবগণ নবীন কায়॥

বিশ্বমনোলোভা কি শোভা আমরি
তুলনা কোথায় পাইব আর।
তোমার যৌবন আমার অন্তরে
ধরে হে যেমন প্রভাব সার ॥
যত ফুল কুল হসিত বদনে
মধুকরে মধু করে রে দান।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা যেন অনুকূল
পতিরে পাইয়ে জুড়ায় প্রাণ ॥
কোন কোন অলি মুকুলে বসিয়ে
ফুটাইতে তারে করে বাসনা।
যেন মুগ্ধ হয়ে মুগ্ধা নায়িকারে
দক্ষিণ নায়ক করে সাধনা ॥
আহা মরি কিবে চারু সরোবরে
নিরমল-নীর-লহরী-লীলা।
তোমার যৌবনে লাবণ্যমাধুরী
যেন শোভা পায় হে চারুশীলা ॥
কমলে কমল প্রফুল্ল বদনে
আহা মরি মরি কি শোভা পায়।
যেন তুমি প্রিয়ে ডুবায়ে শরীর
দেখিছ বদন তুলি আমায় ॥

শাখীতে শাখীতে বসিয়ে কোকিল
করিছে কেমন মধুর গান।
যেন তুমি প্রিয়ে মধুর সম্ভাষি
জুড়াও এ দীন দাসের প্রাণ॥
বুঝি এই স্থলে রাগরাজধানী
নহে কেন মধু সুহৃদ তাঁর।
রহে অহরহ সহিত স্বগণে
কেবল যৌবন পরিধি যাঁর॥
মলয় হইতে বুঝি গন্ধবহ
গন্ধ নিতে এসেছিল এতায়।
সৌরভপরশে পরম হরষে
মোহিত হইয়ে রহিয়ে যায়॥
এ রূপে দুজনে করিয়ে ভ্রমণ
উপবন হেরি জুড়ান প্রাণ।
এ সময়ে এক নিভৃত নিকুঞ্জে
অতি অপরূপ দেখিতে পান॥
এক বর নারী দেবনিভ প্রভা
স্বরগ-সৌরভে পূর্ণ শরীর।
কুসুম-আসনে বসিয়ে সুন্দরী
করে মহাকাব্য বেশ গভীর॥

প্রকৃতির সম আকৃতি প্রকৃতি
প্রকৃতির সম সব প্রভাব।
প্রকৃতির সম উদার স্বভাব
প্রকৃতিপ্রভাবে পূরিত ভাব ॥
প্রেমদেব মনে ভাবেন তখন
মরি একি রূপ ধরণী ধন্যা।
যেন প্রাণপ্রিয়া মম প্রকৃতির
সোদরা হইবে বুঝি এ কন্যা ॥
তাঁহার সমুখে কৃতাঞ্জলি পুটে
গলবস্ত্র হয়ে ভাবের ভরে।
এক যুববর পরম ভাবুক
নিবেদন করে মধুর স্বরে ॥
কি কব সে ভাব অতি চমৎকার
বুঝি নিজে ভাব মোহিত ভাবে।
যুবকে বামায় হয় যে কথন
শুনেন দুজনে গোপন ভাবে ॥

ওগো মা জননি আমি করি নিবেদন
কেমনে তোমার কৃপা পাবে মর্ত্ত্যজন ॥
কেমনে সুকবি লোকে হইবে ধরায়।
বল মা করুণাময়ি তাহার উপায় ॥

তোমার করুণা মা গো হয়েছে যাহায়।
তার সম সুখী আর কে আছে কোথায়॥
রাজাধিরাজের মান্য সেই নরবর।
স্বরগ-সুধায় পূর্ণ তার কলেবর॥
সুখের সাগরে আর ভাবের তরঙ্গে।
তার মনোমীন সদা খেলে রঙ্গে ভঙ্গে॥
বিধি হতে তোমার ক্ষমতা অতিশয়।
ওগো মা এ কথা মোর অসম্ভব নয়॥
পঞ্চভূতময়ী সদা বিধির রচনা।
বাণীময়ী শুধু মাত্র তোমার কল্পনা॥
আহা মরি হয়ে শূন্য পদার্থে রচিত।
ভুবনে না পারে কারে করিতে মোহিত॥
তাই বলি তব দয়া সম কিবা আছে।
ইন্দ্রপদ তুচ্ছ জ্ঞান হয় তার কাছে॥
পৃথিবীর আধিপত্য যদি লাভ হয়।
তবু তব করুণা না করি বিনিময়॥
এই ভিক্ষা চাই মা গো তোমার চরণে।
তুমি সদা অনুকূল থাক দীনজনে॥
আমি অতি মূঢ়মতি অভাজন নর।
অকৃতি সন্তান তব বিষম পামর॥

জননীর বড় দয়া প্রকৃতি নন্দনে।
তাই মা গো বড় আশা আছে মনে মনে॥
যুবকের স্তবে বামা প্রসন্ন হইয়ে।
কহেন করুণস্বরে করুণা করিয়ে॥
অতি গূঢ় কথা বাছা শুন দিয়ে মন।
কি উপায়ে সুকবি হইবে মর্ত্ত্যজন॥
পাইয়ে আমার ধন যেই ভাগ্যধর।
স্বভাব সম্পদ ক্রয় করে নিরন্তর॥
সেই হয় ভাবুক সুকবি এ ভুবনে।
তাহার প্রতিষ্ঠা করে যত সাধু জনে॥
স্বভাবের দাসী আমি ওরে বাছাধন।
স্বভাবের সঙ্গে আমি ফিরি অনুক্ষণ॥
প্রাঞ্জল বর্ণন করে স্বভাবে যে জন।
সেই জন হয় মোর করুণাভাজন॥
স্বভাবে ত্যজিয়ে যার রীতি অনুকারে।
মোর কৃপাকণা সেই না পায় সংসারে॥
অনুকরণের লাগি বহু কষ্ট পায়।
এই হেতু কষ্টকবি বলি আমি তায়॥
রচনায় সাধীনতা নাহিক তাহার।
পরাধীন হয়ে কষ্ট পায় অনিবার॥

যতেক স্বভাব-কবি সতত স্বাধীন।
স্বাধীনতা রত্নভোগ করে অনুদিন॥
কষ্টকবিগণ যত চোরের সমান।
অহরহ পরগৃহ করে রে সন্ধান॥
অমূল্য রতন তথা করিয়ে হরণ।
নিজ কোষ নিরন্তর করে রে পূরণ॥
রচনার দোষে শোভা না পায় তথায়।
কমল কি কণ্টক কাননে শোভা পায়॥
এ কথা কি শুনে নাই কষ্টকবিগণ।
কে কোথায় ধনী হয় হরি পরধন॥
পরধন লোভে লাভ কিছু নাই আর।
শুধু মাত্র হয় চোর অপবাদ সার॥
আদি কবি বাল্মীকি কবিতার বিধি।
যাহার প্রসাদে নর পেয়েছে এ নিধি॥
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কৃষ্ণ অবতার।
বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র করিতে প্রচার॥
আমারে সন্তুষ্ট করি স্বভাব বর্ণনে।
মহাকবি হয়েছেন এতিন ভুবনে॥
কলিকালে কালিদাস জন্মিয়ে ধরায়।
সর্ব্বোপরি খ্যাতি লাভ করিবে ত্বরায়॥

জন্মিবেন জয়দেব ভারতভূষণ।
নূতন সঙ্গীত প্রথা করিতে সৃজন॥
কেমনে সে রস আমি করিব বর্ণন।
স্বরগ-সুধার ধারা হবে বরষণ॥
"শ্রীমান তুলসীদাস কবীন্দ্র জন্মিবে।"
যার কাব্যরসে নিজে রস বিরাজিবে॥
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
বঙ্গভূমিপ্রদীপ হইবে সেই নর॥
ইংলণ্ডগৌরব কবি অদৃক্ হইবে।
গ্রীশ দেশে মহাকবি হোমর জন্মিবে॥
সাদী আদি কবি হবে পারস্যভূষণ।
মম বরপুত্র তারা ওরে বাছা ধন॥
প্রকৃতির পথে সদা করিয়ে ভ্রমণ।
কবিতা কুসুমে মোর তুষিবেক মন॥
যেন বারিধির বারি, কুবেরের কোষ।
পণ্ডিতের গুণ, আর মূর্খজনদোষ॥
স্বভাবের শোভা, আর নদী স্রোতোবার।
চিরকাল ব্যয় হলে ক্ষয় নাই তার॥
ওরে বাছাধন তারা মম কৃপাবলে।
সে রূপ অক্ষয় ধন পাবে ভূমণ্ডলে॥

পরধন কভু না করিবে পরশন।
নিয়ত করিবে ব্যয় আপনার ধন॥
সেই কবিকুল ধনী হইবে যেমন।
মম বরে চিরজীবী হইবে তেমন॥
কালের সমান ভয় করিবে সে কাল।
মম সম সর্ব্বব্যাপী হবে সর্ব্বকাল॥
তুমি মোর বরপুত্র ওরে বাছা ধন।
অবশ্য তোমার বাঞ্ছা হইবে পূরণ॥
যেই রূপ তোমারে দিলাম উপদেশ।
সেই রূপে রচনায় করিবে আবেশ॥
গৃহে গিয়ে কবিতার আরাধনা কর।
অবশ্য হইবে সিদ্ধ দিলাম এ বর॥
শুনিয়ে যুবকবর প্রসন্ন হইয়ে।
বিদায় হইল তাঁর চরণ বন্দিয়ে॥
তখন বিরল পেয়ে অতি ভাবভরে।
এই গীত গায় বামা সুমধুর স্বরে॥
সে স্বর-লহরী রস বর্ণিব কেমনে।
সুধাসিক্ত পিকস্বর যেন কুঞ্জবনে॥

মরি কি বর কুঞ্জবন-মঞ্জু-দল-পাদপে
হিম শোভয় সুন্দর ভাবে।*

*সংস্কৃতানুযায়ি সঙ্গীতচ্ছন্দ।

বুঝি প্রকৃতি-সুন্দরী-প্রেম-রস চিন্তনে
ত্রিদিব সুধা বরষয় ভাবে ॥
প্রকৃতি মম স্বামিনী মম হৃদয়গামিনী
প্রকৃতি মম হৃদয়ায়তন রে।
প্রকৃতি মম ঈশ্বরী বিশ্বগতিদায়িনী
মম হৃদিনীরনিধি রতন রে ॥
মরি কি মধুগায়ন-ধ্বনি চারু পাদপে
অমৃতসার পঞ্চম তানে।
বুঝি কি কল-কোকিলে বিমোহিত অন্তরে
ভবমোহন তব গুণ গানে ॥
কমল-দল জীবনে কুসুমকুল কাননে
অবিরত ফুল্লমুখে হাসে।
তব ভঙ্গী দরশনে কুসুম সরসীরুহে,
বুঝি ভাব-কবন্ধে ভাসে ॥
প্রকৃতি-গুণ-সঙ্গীতে মজহ মম বাসনা
রসনা কর ভজনা তাঁরে।
প্রকৃতি-গুণ-সাধনা প্রকৃতি-গুণ-ভাবনা
কেবল তরণী ভবপারে ॥
মূর্ত্তি বিধুগঞ্জিনী মম মনোনুহরঞ্জিনী
হর ষড়্‌জন দূষিত মায়া।
মম হৃদয়নন্দনে কর দয়া সুন্দরী
দেহি পদ-কমল-তল ছায়া ॥

এই রূপে বামা সুরসীমন্তিনী
মোহিত হয়ে অন্তরে।
প্রকৃতির প্রেম-ভাবে ভোর তনু
গুণগান সুধাস্বরে॥
প্রেমদেব ধীর অধর হইয়ে
ধীরার অধর ধরি।
কহেন বিনয়ে বল প্রাণেশ্বরি
এই কি কবিতেশ্বরী॥
স্বরগ-সম্পদে তোমার প্রসাদে
বিরচিত কলেবর।
কেন কেন প্রিয়ে তব গুণগানে
ভাবে ভোর নিরন্তর॥
ইহাঁর সকাশে কৃতাঞ্জলি পুটে
স্তুতি করে বহুতর।
স্বরগ-সুধায় বিরচিত স্বর
কেবা সে যুবকবর॥
কহেন সুন্দরী ঈষদ্ হাসিয়ে
শুন নাথ গুণধাম।
এই বরবালা পরম পবিত্রা
কবিতা শকতি নাম।

এ নারী আমার প্রাণের প্রতিমা
প্রাণসমা প্রিয়তমা।
আমার মহিমা বাড়াতে ভুবনে
জনমিল মনোরমা॥
আমা বিনে বামা এতিন সংসারে
কিছুই জানে না আর।
আমি মাত্র ধ্যান আমি মাত্র জ্ঞান
আমারে করেছে সার॥
রতি মতি নতি সব আমা প্রতি
আমাতে সঁপেছে প্রাণ।
শয়নে স্বপনে ভোজনে ভ্রমণে
কেবল আমার ধ্যান॥
কিন্তু ওহে নাথ তোমার সত্বায়
জনমিল এ সুন্দরী।
প্রাণনাথ তুমি দেখ না দেখ না
মনে বিবেচনা করি॥
জনয়িত্‌ তাজি এই বরবালা
লয়েছে মোর আশ্রয়।
যেন কন্যাজন পিতৃগৃহ ত্যজি
শ্বশুর ভবনে রয়॥

তব সত্ত্বাজাত বিনে কোন ধন
প্রিয় হে আমার কাছে।
শ্যামসত্ত্বা বিনে এ ভবমণ্ডলে
রাধার কি প্রিয় আছে॥
সে যুবকবর এ বর বালারে
বরপুত্র গুণাগার।
ইহারি ধনেতে ধনী সেই ধীর
মহাকবি নাম তার॥
কহেন নায়ক যদি এই বালা
তোমা বিনে নাহি জানে।
চল চল প্রিয়ে দেখা দিয়ে দ্রুত
জুড়াও ইহার প্রাণে॥
এত বলি প্রেম প্রকৃতি সহিত
চলেন সে কুঞ্জবন।
তাহার সমুখে যুগল বেশেতে
আসি দেন দরশন॥
এ কি রে মধুর রস বুঝি নিজে
গদগদ ভাবাবেশে।
এলেন ধরায় মধুর মূরতি
নায়িকা নায়ক বেশে॥

সে বর সুন্দরী প্রকৃতির গুণ
কিবা এক মনে গান।
এমন সময়ে সাধনের ধনে
সম্মুখে দেখিতে পান॥
হয়ে নতশির উভয়েরি বামা
বন্দেন পদ যুগল।
রাধাশ্যামপদে সাপিনীদংশিত
শোভে যেন শতদল॥
উঠি করপুটে গললগ্নবাসে
কহেন মধুর ভাষে।
একি ভাগ্যোদয় সাধনের ধনে
পাইলাম অনায়াসে॥
যাঁহার কারণ এ ভব সংসার
ভ্রমি আমি অনুক্ষণ।
সেই এই ধন যাচিয়ে দাসীরে
আসি দেন দরশন॥
মরি কি মধুর মূরতি ধরেছ
সঙ্গে লয়ে প্রাণেশ্বরে।
হেরিলে এ ভাব ভাবদেব ভাবে
আসিয়ে চরণ ধরে॥

তোমা বিনে আর এ তিন সংসারে
আমার কে আছে আর।
তোমারি সাধনে ধরেছি এ তনু
শুধু তব পদ সার॥
তোমারি সাধনে সিদ্ধ হব আমি
এই বড় মনে সাধ।
দেখ গো জননি রেখ মোরে মনে
এ সাধে না হয় বাধ॥
তোমার সম্পদ পাইয়ে সকল
বরপুত্রে দিব দান।
এই বাঞ্ছা মোর করিয়ে পূরণ
জুড়াও দাসীর প্রাণ॥
ওগো প্রেমদেব তব সত্ত্বা মম
জনয়িতা এ ভুবনে।
এই ভিক্ষা দেহ থাকে যেন মতি
প্রকৃতির শ্রীচরণে॥
শুনি প্রেমদেব প্রকৃতি সুন্দরী
তথাস্তু বলিয়ে তবে।
শিরে দিয়ে কর আশীর্ব্বাদ করি
কন বাঞ্ছা পূর্ণ হবে॥

বেলা হল বাছা নিজ স্থানে যাই
বিদায় দেহ এক্ষণে।
শুনিয়ে সুন্দরী আঁখি ছলছল
বলে রেখ মোরে মনে ॥
নায়িকা নায়ক প্রফুল্ল অন্তরে
চলিলেন ধীরে ধীরে।
সে কন্যার কথা কহিতে কহিতে
এলেন বিদ্যামন্দিরে ॥
কিছুকাল তথা করিয়ে পঠন
সময় হল যখন।
গৃহে যান সতী, বন্ধক রাখিয়ে
প্রেমপাশে মন ধন ॥
এই রূপে কত করি নরলীলা
বসন্ত করেন শেষ।
শাসিতে ভুবন এলেন নিদাঘ
অধিকার করি দেশ ॥

প্রকৃতি-প্রেম।

লীলা-খণ্ড।

চতুর্থ সর্গ।

বাজিল বঁধুর বাঁশী নিকুঞ্জ কাননে।
ওগো সখি আর ঘরে রহিব কেমনে॥
নব জলধর রূপ, মরি কি সুধার কূপ,
জগত্ জুড়ায় প্রেম-সুধা বরিষণে।
অধরে ঈষদ্ হাসি, করেতে মোহন বাঁশী,
বাঞ্ছা করে হই দাসী, দান করি মনে।—
যার পানে ফিরে চায়, সে কি চতুর্ব্বর্গ চায়,
সেই ভাগ্যবতী ধনী হয় প্রেমধনে॥

আইল রে গ্রীষ্মকাল, যেন কালান্তের কাল,
সৃষ্টি দহিবারে যেন অতি ক্রোধ ভরে রে।
জগত্লোচন রবি, ধরি দাবানল ছবি,
সহায় হইল সঙ্গে লয়ে খরকরে রে॥
অগ্নিমূর্ত্তি সমীরণ, সদা যেন করে রণ,
জগতের প্রাণ হয়ে কেন প্রাণ হরে রে।
বুঝি বিরহীর ক্লেশ, দেখি দুখে অবশেষ,
বায়ু রবি ঋতুরাজে ক্রোধে দগ্ধ করে রে॥

সকলের কলেবরে, অহরহ ঘর্ম্ম ঝরে,
নিদাঘে নিখিল জীব জ্বলিছে অন্তরে রে।
স্নিগ্ধ হয় সাধ্য কার, কিন্তু দেখ চমৎকার,
বিরহি জনের ক্লেশ রহিল অন্তরে রে॥
ভূচর খেচর নর, যত জীব নিরন্তর,
বাঞ্ছা করে জলচর প্রায় জলে চরে রে।
যত অভিধানে জলে, অমৃত জীবন বলে,
সেই নাম সার্থক হইল অতঃপরে রে॥
এই হেতু প্রভাকর, হয়ে মহা ক্রোধাকর,
প্রকাশিয়ে খর কর এই চরাচরে রে।
বাপী কূপ সরোবর, শোষে শেষে নিরন্তর.
অরুণে বরুণে কিবা শক্রভাব ধরে রে॥
প্রকৃতি পুরুষচয়, অর্দ্ধ অঙ্গ সবে কয়,
এই কালে পর হয় তারা পরস্পরে রে।
স্বগণ সহিত মার, তবেতো কেমনে আর,
মোহিত করিবে সবে সম্মোহন শরে রে॥
জীব মাত্রে ম্রিয়মাণ, সদা দগ্ধ করে প্রাণ,
দলিতে কমল বন ধায় করিবরে রে।
রবি প্রতি ক্রোধ করি, বুঝি যত মত্ত করী,
তাঁর প্রিয়া পদ্মিনীর প্রাণ মান হরে রে॥

শূকর শূকরীগণ, পঙ্কে হয়ে নিমগন,
স্নিগ্ধ হতে বুঝি যায় পাতাল ভিতরে রে।
মধ্যাহ্ন পতঙ্গ-ভয়ে, না চরে পতঙ্গ চয়ে,
পতঙ্গ না ত্যজে নীড় চরিবার তরে রে॥
দেখ দেখ এ ঋতুর কেমন প্রভাব।
খাদ্য খাদকেতে যেন হয় সখ্য ভাব॥
পর্ব্বতগহ্বরে হরি থাকিলে শয়নে।
সম্মুখে দেখেও করী না চায় নয়নে॥
ভেক যদি ভুজঙ্গের নিকটেতে যায়।
অলসে অবশ ফণী ধরিতে না ধায়॥
এক স্থানে বাস করে কুরঙ্গ শার্দ্দূল।
বিড়াল কপোত আর ভুজঙ্গ নকুল॥
এই কাল পথিকের অতি ভয়ঙ্কর।
কি আর কহিব যেন যমের কিঙ্কর॥
মধ্যাহ্ন সময়ে যদি পড়ে সে প্রান্তরে।
বল বল হয় তার কি ভয় অন্তরে॥
পুন মরীচিকা-মগ্ন হয় যদি মন।
বল বল প্রাণ তার হয় হে কেমন॥
শুধু বলে কি করিলে শ্রীমধুসূদন।
বিপাকে পড়িয়ে বুঝি হারাই জীবন॥

পিপাসায় কলেবর হইল দহন।
যেন দাবানল মাজে হয়েছি মগন॥
ওহে নাথ রক্ষা কর এ ঘোর সঙ্কটে।
তবে তব দয়াময় নাম সত্য বটে॥
এ সময়ে ভাগ্যবলে যদি কোন জন।
সরোবর-তটে বৃক্ষ করে দরশন॥
বল বল হয় তার প্রাণে কত বল।
বোধ হয় সুধাময় সে স্থান কেবল॥
তত সুখকর আর কি আছে ভুবনে।
দেখ না ভাবুক জন ভাবি নিজ মনে॥
পতিপ্রাণা নারী বটে সুখের নিলয়।
ইহার নিকটে কিন্তু সুখকর নয়॥
অতি প্রিয়তম বটে পুত্র গুণবান।
কিন্তু প্রিয়তম নহে ইহার সমান॥
এই কালে জানে লোক ব্যজনের ধর্ম্ম।
এই কালে জানে লোক পিপাসার মর্ম্ম॥
এই কালে জানে লোক সলিল কি ধন।
দরিদ্র না হলে ধনে চেনে কোন্ জন॥
এই কালে রমণীয় প্রভাত কেবল।
প্রভাতসমীরে প্রাণ করে সুশীতল॥

বুঝি এই কালে বীর নিদাঘ ভূপতি।
রণবেশ ত্যজি ধরে মোহন মূরতি॥
এই কালে নানা ফল হয় পরিণত।
পনস খর্জ্জূর জম্বু রসালাদি যত॥
বুঝি বিধি হেরি এই নিদাঘের ক্লেশ।
সৃজন করিল এই অমৃত বিশেষ॥
এই কালে ফোটে ফুল কোন কোন জাতি।
ভবজন-বিমোহন সুমধুর ভাতি॥
দারুণ নিদাঘে তারা সদা হাস্যমুখী।
বীরনারী বীরে পেয়ে হয় কি অসুখী॥
অনন্তর রজনী হইল অবসান।
খগকুল প্রভাতসম্বাদ করে দান॥
প্রকৃতি সুন্দরী করি শ্রীহরি স্মরণ।
উঠিলেন শয্যা ত্যজি প্রফুল্লিত মন॥
নিত্য কৃত্য সাঙ্গ করি, করি বর বেশ।
চলিলেন বিদ্যালয়ে আলো করি দেশ॥
সবে বলে এ জগতে এক মাত্র শশী।
আমি বলি বহু শশী পড়িয়াছে খসি॥
দেখ এক চন্দ্রমা প্রকৃতি-মুখ-ছাঁদ।
হাতে ধরে পায়ে ধরে আর কত চাঁদ॥

এক চন্দ্র এ কথা তবেতো কিছু নয়।
এই দেখ এক স্থলে বহু চন্দ্রোদয়॥
এই রূপে সুন্দরী এলেন প্রেমপাশে।
সম্ভাষেন প্রেম তাঁরে সুমধুর ভাষে॥
প্রেমচন্দ্র কন শুন ওহে প্রাণপ্রিয়ে।
শীতল করিলে প্রাণ মোরে দেখা দিয়ে॥
দারুণ নিদাঘ তায় তোমার বিরহ।
কেমনে সহিব প্রিয়ে দারুণ দুঃসহ॥
যদি প্রিয়ে এতক্ষণ তুমি না আসিতে।
দারুণ যাতনানলে হইত দহিতে॥
দারুণ নিদাঘে সদা দেহ দগ্ধ হয়।
এ সময়ে জলকেলি যেন সুধাময়॥
চল চল বিনোদিনি সরোবরে যাই।
জলকেলি করি দোঁহে জীবন জুড়াই।
কহেন প্রকৃতি নাথ বড় ভাল কথা।
এখনি চল না যাই সরোবর যথা॥
এত বলি দুই জনে চলেন বিরলে।
জলকেলি করিবারে অমল কমলে॥
প্রকৃতির সঙ্গে যত চাঁদ বাস করে।
প্রেমচন্দ্র-অঙ্গে দেখি তত সুধাকরে॥

উভয়ের বহু চাঁদে কি শোভা ভূতলে।
আহা মরি যেন এই চাঁদমালা চলে॥
ভাবিলে ভাবুক জন ভোর ভাবভরে।
ইচ্ছা করে গলায় গাথিয়ে সদা পরে॥
বলিতে কহিতে দোঁহে প্রেম-আলাপনে।
উপনীত হইলেন মঞ্জু কুঞ্জ বনে॥
চারি দিকে কুঞ্জবন মধ্যে সরোবর।
ললিত-লহরী-লীলা তায় নিরন্তর॥
কি আর কহিব আমি লহরীর রঙ্গ।
সুরসুন্দরীর যেন হাসির তরঙ্গ॥
নীর অতি নিরমল করে ঢল ঢল।
চৈতন্য প্রভুর যেন চরিত অমল॥
প্রফুল্ল হয়েছে তায় কমল কানন।
বদন তুলিয়ে যেন স্বর্গ-সুরীগণ॥
মধুপান করে সুখে মধুকরগণে।
রাধাশ্যাম-বিলাস যেমন বৃন্দাবনে॥
কোন অলি পদ্মপাশে ভ্রমে গুঞ্জস্বরে।
মানিনীরে যেন পতি অনুনয় করে॥
অতিধীর ভাবে বহে মলয় পবন।
মানিনীর পাশে আসে নায়ক যেমন॥

মরি কিবে শোভা নীল লোহিত উৎপলে
যেন বহু বিধি-হরি-সভা এক স্থলে ॥
চারি দিকে উপবন পুষ্প নানা জাতি।
প্রফুল্লিত মল্লিকা মালতী যূথী জাতী ॥
বুঝি আজি বসুমতী দিয়ে ফুল জল।
করিবেন নিদাঘ-রাজেরে সুশীতল ॥
তাই এই রম্য বনে, রম্য উপবনে।
বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন এ বিজনে ॥
নীরশোভা হেরি দোঁহে হইয়ে মোহিত
জলকেলি করেন প্রেমেতে পুলকিত ॥
কভু অবগাহন করেন দুই জন।
কভু অঙ্গ সঙস্কার কভু সন্তরণ ॥
কভু লুকাচুরি খেলা করেন সে বনে।
লুকালেন প্রকৃতি সুন্দরী পদ্মবনে ॥
বাহিরে রাখিয়ে মাত্র বদন-কমলে।
সর্ব্ব অঙ্গ ডুবালেন অমল কমলে ॥
প্রেয়সীরে সমুখেতে না দেখি তখন।
চারি দিক কুমার করেন নিরীক্ষণ ॥
কমল কাননে শেষে পড়িয়ে নয়ন।
দেখিলেন প্রেয়সীর কমল বদন ॥

ঈষদ্ হাসিয়ে ধীর কহেন প্রিয়ারে।
কেমনে লুকাবে প্রিয়ে বল না আমারে॥
তারকামণ্ডলে চাঁদ রহে নিরন্তর।
বল প্রিয়ে চিনিতে না পারে কোন্ নর॥
শুনিয়ে নাথের বাণী লজ্জিতা হইয়ে।
স্মিতমুখে বিধুমুখী এলেন উঠিয়ে॥
ঈষদ্ হাসিয়ে প্রেম প্রিয়ারে ছলিতে।
চলিলেন নীলপদ্ম বনে লুকাইতে॥
প্রকৃতির মত মুখ বাহির করিয়ে।
রহিলেন সর্ব্ব অঙ্গ জলে ডুবাইয়ে॥
প্রাণনাথে সমুখে না করি দরশন।
নীলপদ্মবন পানে চাহেন তখন॥
দেখিয়ে তথায় তাঁর বদন অমল।
বিতর্ক করেন এই মুখ কি কমল॥
চিনিতে পারিয়ে শেষে কহেন তাঁহারে।
চিনেছি চিনেছি নাথ চিনেছি তোমারে॥
শ্যামাঙ্গ গোপালগণ সব এক বেশে।
তার মাজে কে না চেনে দেব হৃষীকেশে॥
শুনিয়ে প্রিয়ার বাণী মোহিত হইয়ে।
উঠিলেন প্রেমদেব ঈষদ্ হাসিয়ে॥

কহেন কুমার প্রিয়ে কি উত্তর দিলে।
মানস মজিল মম অমৃত-সলিলে॥
এত বলি প্রেমদেব আসি ভাবভরে।
হাসি হাসি ধরিলেন প্রেয়সীর করে।
এই রূপে সরোবরে সুন্দরী সুন্দর।
জলকেলি করিলেন উভয়ে বিস্তর॥
এমন সময়ে কুঞ্জকানন হইতে।
সুললিত এক গীত পেলেন শুনিতে॥
বোধ হয় মিলাইয়ে স্বর পরস্পরে।
নারীগণ গায় গীত সুধামাখা স্বরে॥
স্তব্ধ হয়ে সেই দিকে পাতিয়ে শ্রবণ।
এক মনে দুই জনে করেন শ্রবণ॥

প্রেমচন্দ্র রসিকরাজ, মরি কি রাগরচিত সাজ,
ভাবরসিত প্রাণলষিত রূপ ভুবনসার রে। *
মধুর প্রকৃতি-প্রেম-মন্ত্র, মধুর সাধু-চরিত-তন্ত্র,
মধুর ভুবন-ভাব-লাভ কারণ অবতার রে॥
বদন শরদ নীলইন্দু, শোভমান তিলকবিন্দু,
পরিল না কি নীলচন্দ কুন্দ কুসুম হার রে।
লোক-রমণ ভুবন-ভূপ, শোক-তাপ-দমন রূপ,
মরণ হরণ অমৃত কূপ, স্মরণ চায় মার রে॥

* ব্রজভাষানুযায়ি সঙ্গীতচ্ছন্দ।

নবজলধর-নীলকায়, পীতবসন তড়িত তায়,
ভুবন-রুচির অঙ্গ-ভঙ্গি বাহক রসভার রে।
মরি কি মঞ্জু মধুর হাসি, ক্ষরই কতই অমৃত রাশি,
রে মম মন ভাব সতত এ রস অনিবার রে॥
প্রেমরতন হীনকায়, বিফল যতন কর কি তায়,
আশু পতন শ্রেয় তার ভার এ ধরার রে।
হৃদয়নিহিত প্রেম যার, মনুজ-জনম সফল তার,
অবনিপূত চরিত তার, বিশ্ব-অলঙ্কার রে॥

কুঞ্জবনে শুনি এই সুললিত গীত,
জলকেলি ত্যজি দোঁহে ওঠেন ত্বরিত।
বসন ভূষণ পরি, মনোহর বেশ ধরি,
সেই দিকে চলিলেন প্রেমে পুলকিত॥
সরসীতটের কুঞ্জে আসিয়ে তখন,
রাগনেত্রে চতুর্দ্দিক করেন দর্শন।
অন্যতম কুঞ্জবনে, সারি সারি শিলাসনে,
দেখিলেন বসি তিন রমণীরতন॥
সেইরূপ রূপবতী আছে কি ধরায়,
ইহার সহিত দিব তুলনা কাহায়।
দেখি দেব প্রভাকরে, বল কোন্ মূঢ় নরে,
আলোর লাগিয়ে জ্বালে প্রদীপ দিবায়॥

স্বরগ-সৌরভ-পূর্ণ সর্ব্বকলেবর,
প্রকৃতি গভীর অতি প্রফুল্ল অন্তর।
মস্তক-মুকুটোপরে, মরি কিবা শোভা করে,
আপন আপন নাম খোদিত সুন্দর॥
প্রথমে আছেন বসি দেশভাষা সতী,
দ্বিতীয়েতে সাধারণ-শিক্ষা গুণবতী।
তৃতীয়ে একতা কন্যা, ধরারে করিয়ে ধন্যা,
প্রেম-তত্ত্ব-কথা-রসে তিনে মত্তমতি॥
আর এক সুন্দরী এলেন আলো করি,
মুকুটে খোদিত তাঁর সভ্যতা সুন্দরী।
অতুল-সম্পদে বিধি, রচিলেন সেই নিধি,
সে রূপের ছায়া বুঝি সুধাকর হরি॥
অতি ভক্তিভাবে কন্যা সেই তিন জনে,
প্রণাম করেন পাদপদ্ম-পরশনে।
দাঁড়ায়ে সম্মুখভাগে, কহিছেন অনুরাগে,
শুন গো জননীগণ নিবেদি চরণে॥
শ্রবণ করেন সুখে প্রকৃতি প্রণয়ে।
নিকুঞ্জের অন্তরালে থাকিয়ে উভয়ে॥

প্রথমে শুন গো মাতা দেশভাষা সতি
তোমা বিনে নরের কি হবে আর গতি॥

তোমার সাধনে স্ফুরে ত্বরায় প্রজ্ঞান ।
তোমার সাধনে স্ফুরে ত্বরায় বিজ্ঞান ॥
পরকীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি হওয়া দায় ।
তবে কবে জ্ঞান লাভ হইবে ধরায় ॥
জ্ঞানের কারণে ভাষা হয়েছে কেবল ।
জ্ঞান না জন্মিলে তায় বল কিবা ফল ॥
ভাষা শুধুজ্ঞান-গৃহ-দ্বারের সমান ।
দ্বার পার না হইলে কেবা পায় জ্ঞান ॥
হইতে দুয়ার পার যদি কাল যায় ।
তবে কবে জ্ঞান লাভ হবে হায় হায় ॥
কত ক্লেশ পরভাষা-দুয়ার চিনিতে ।
তবে কবে হবে পার না পারি বুঝিতে ॥
দেশভাষা দ্বার চেনা আছে সবাকার ।
কাজে কাজে অল্পায়াসে হতে পারে পার
এই দ্বার পার হয়ে যতেক ধীমান ।
নিত্য সুখী হয় পেয়ে বিজ্ঞান প্রজ্ঞান ॥
যদি তোমা প্রতি রাগ থাকে সবাকার ।
আরো কত রূপ বাড়ে জননি তোমার ॥
গ্রন্থকারগণ সবে নানা রচনায় ।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী করে তোমারে ত্বরায় ॥

কিছুমাত্র অঙ্গহীন না থাকে তখন।
এখন যেমন বেশ করি দরশন ॥
অন্য ভাষা ভজে যেবা ত্যজিয়ে তোমারে।
তার জ্ঞান লাভ হওয়া ভার এ সংসারে ॥
শুধু সেই অবোধের দেখি গো নিয়ত।
লাভ হয় সে জাতির আছে দোষ যত ॥
যেন সুবিমল-নীর-পূর্ণ-স্রোতস্বতী।
সাগর-সঙ্গম হেতু ধায় দ্রুতগতি ॥
নানা নিধি থাকিতে মা লাভ ক্ষার নীর।
তবু সিন্ধুপ্রেমে মনোমুগ্ধ তটিনীর ॥
তাই বলি আগে করি তোমারে ভজনা।
কাল থাকে পরভাষা করুক সাধনা ॥
তবেই হৃদয়-ধাম জ্ঞানপূর্ণ হয়।
স্বরগ-সম্পদ তায় সুখে করে ক্রয় ॥
সাধারণ-শিক্ষা পানে ফিরায়ে নয়ন।
যোড় করে তাঁহারে করেম নিবেদন ॥
শুন গো জননি কিছু বলিব তোমারে।
তোমার করুণা সম কি আছে সংসারে ॥
তোমার প্রসাদ পূর্ণ হয় সেই দেশ।
তাহার ভাগ্যের কথা কে করিবে শেষ ॥

কি নীচ কি ভদ্র আর কি নারী কি নর।
সকলেই তব পূজা করে নিরন্তর॥
তথায় না থাকে আর দুষ্ট সঙস্কার।
বাঁধা থাকে ভাগ্যলক্ষ্মী তথা অনিবার॥
শোভা হেরি সে দেশের মোহিত হইয়ে।
রহেন উন্নতি দেবী বসতি করিয়ে॥
বহু পুণ্য ফলে নর জনমে তথায়।
বসুন্ধরা ধন্য হয় ধরিয়ে তাহায়॥
নরের ভূষণ মাত্র যেন জ্ঞান ধন।
গগণ-ভূষণ যেন সুধাংশু তপন॥
নারীর ভূষণ যেন সতীত্ব-রতন।
সেই রূপ সেই দেশ অবনি-ভূষণ॥
এখন শুন গো মাতা একতা সুন্দরি।*
তোমার চরণে কিছু নিবেদন করি॥
কত গুণ মা তোমার কার সাধ্য বলে।
দুঃসাধ্য সাধন হয় মা তোমার বলে॥
নীচ লোক যদি লয় তোমার আশ্রয়।
সচ্ছন্দে করিতে পারে মহতেরে জয়॥

* মৎপ্রণীত কোন কোন ভাব অন্যান্য পত্রিকাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই কাব্যে সন্নিবেশিত করা গিয়াছে। এই একতা প্রসঙ্গেরও কোন কোন ভাব মৎপ্রণীত সুলভ-পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বানর বনের পশু তোমার কৃপায়।
সাগরে বাঁধিল সেতু অতি শৃঙ্খলায়॥
লঙ্কেশ্বরে সবংশেতে করিল নিধন।
জলপিণ্ড দিতে না রহিল এক জন॥
দেখ তুচ্ছ তৃণ গুচ্ছ তোমার আশ্রয়ে।
বাঁধিয়ে রাখিতে পারে হরি করী হয়ে॥
যে সংসারে স্তব পূজা হয় অনিবার।
মরি কি সুচারু রূপে চলে সে সংসার॥
নর নারী তব বশে থাকে মা যথায়।
প্রণয় পরম নিধি থাকে গো তথায়॥
যেখানে তোমার দয়া সেইখানে বল।
তা নহিলে মহাবলো যায় রসাতল॥
সুন্দ উপসুন্দ বীর জিনিল সংসার।
তুমি বাম হবা মাত্র হইল সংহার॥
ওগো মা তোমার বলে যত দেবতার।
দুর্জ্জয় দনুজ-করে হইল নিস্তার॥
"দশে মিলে করে কাজ" যদি এ ভুবনে।
"হারিলেও নাহি লাজ" বলে সাধারণে॥
তাই সদা তোমারে মা করি আরাধনা।
অসার সংসার সার তোমার সাধনা॥

স্বজাতিপ্রিয়তা তব সদা সহচরী।
প্রাণসম প্রিয় তব সে বর সুন্দরী॥
সাহস অধ্যবসায় তব পরায়ণ।
ছায়া প্রায় তব সঙ্গ না ত্যজে কখন॥
এখন শুন গো বলি ও গো মা সকলে।
নিবেদন করি কিছু চরণ-কমলে॥
যে দেশে তোমরা সবে থাক মা স্বগণে।
ভাগ্যলক্ষ্মী সে দেশে প্রসন্ন অনুক্ষণে॥
লক্ষ্মী আর সরস্বতী উভয়ে মিলিয়ে।
নৃত্য করে নিরন্তর সুবেশ ধরিয়ে॥
আমি মনোসুখে তথা সদা নৃত্য করি।
তারে ধরি ধন্য হয় ধরণী সুন্দরী॥
কিন্তু দেখি তোমাদের চঞ্চল সতত।
এক স্থলে বসতি না কর ক্রমাগত॥
বড় দয়া এখন যা দেখি এই দেশে।
জলবিম্ব প্রায় কোথা রবে সবে শেষে॥
ইহার কারণ সখে বল সবিস্তার।
শুনিয়ে সংশয় দূর হউক আমার॥
কহিছে দ্বারকানাথ শুন গো সুন্দরি।
বাড়ালে আমার চিন্তা এই প্রশ্ন করি॥

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
গচ্ছতি	গচ্ছন্তি	১	৩
সতীপতী	সতীপতি	৬	৩
সংস্কতানুযায়ী	সংস্কৃতানুযায়ী	৬	১৮
আছে	কাছে	৯	৮
বহুবিধি	বহুবিধ	১১	১৪
স্বহাস্য	সহাস্য	২৫	১৪
সিন্দুর	সিন্দূর	৩৬	১১
জান	যান	৪৮	৮
স্বভার	স্বভাব	৬৭	১১
সমূদায়	সমুদায়	৮০	১৮
সাধীনতা	স্বাধীনতা	৮৮	১৯
গঞ্জিসী	গঞ্জিনী	৯২	১৯
মনোনুহরঞ্জিনী	মনোহনুরঞ্জিনী	৯২	১৯

পাঠ-পরিবর্ত্তন।

জন্মখণ্ডের দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভেই ১৬ পৃষ্ঠায় যে ধ্রুবপদ আছে, তৎপরিবর্ত্তে এই পদটি হইবে।

কে চিনিবে রে!—প্রেমধনে।
প্রকৃতি পুরুষ ভাবে বিহরে ভুবনে॥
কিবা রূপ অপরূপ, বুঝি বা আপনি রূপ,
ধরিল যুগল রূপ লীলার কারণে।
কি কব তাহার শোভা, মুনি-জন-মনোলোভা,
অনুরূপ কোথা পাবে ভেবে দেখ মনে॥
নিশীথিনী সুধাকর, সৌদামিনী জলধর,
কিছু তুলা হতে পারে থাকিয়ে গগনে।
সে ভাব যাহার সার, অভাব কি তার আর,
সেই নিধি থাকে তার হৃদয়ভবনে॥